ঈশ্বরো

নিত্য

# রহস্য সন্দর্ভ।

শ্রীহরনাথ মিত্র (রায়)

প্রণীত।

গোয়াড়ী বারণ বিজয় যন্ত্রে
শ্রীকালাচাঁদ সিংহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কৃষ্ণনগর।

শকাব্দা ১৮১৫।

মূল্য ।৵ আনা মাত্র।

# ভূমিকা।

কলিকাতা নগরীতে লোক নানা মত।
ধনী গুণী মহামানী আছে কত শত॥
নানা স্থানে নানাসভা দেখিতে সুন্দর।
বিদ্যালয় নাট্যালয় বিপণি বিস্তর॥
অধ্যাপক শাস্ত্রবাদি ভক্ত অগণন।
সুখেতে করেন রাজ্য সুখী রাজগণ।
চাটুক্র সংতুষি আপন প্রভুয়।
পরিতুষ্ট হয় অর্থ পাইয়া প্রচুর॥
মিষ্টভাষে তুষ্ট করে চাটুবাক্য কয়।
শুনি হর্ষোদয় কিন্তু লিপিবদ্ধ নয়॥
স্মরিয়া ঈশ্বর, করি অশেষ যতন।
রহস্য সন্দর্ভ গ্রন্থ করিনু রচন॥
ভরসা সুবিজ্ঞ জনে করি অধ্যয়ন।
কৃপাদৃষ্টে করিবেন উৎসাহ বর্দ্ধন॥
প্রদেশ চব্বিশ পরগণা অন্তঃপাতি।
পূর্ব্বতট গঙ্গায় হালি সহর খ্যাতি॥
সেই স্থানেতে জন্ম মিত্র কুলোদ্ভব।
হরনাথ বলি সম্ভাষণে লোক সব॥

রচনা [illegible]

---

১। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ রাত্রিতে বাসর গৃহে যখন মহিলাগণ তাঁহাকে অর্থাৎ রাম চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া হাস্য পরিহাসচ্ছলে উপবিষ্টা ছিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে একটী রমণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে রাম তুমি কাহার কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে তিনি তাঁহাদের অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া উত্তর করিলেন যে কেন, তোমাদের জনকের কন্যা ॥

২। ভোজ রাজের সভায় কতিপয় কবি নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন শ্রুতিধর ছিলেন। দ্বিতীয় জন বারদ্বয় শ্রবণ করিলে পাঠ করিতে পারিতেন। তৃতীয় কবি তিন বার শুনিলে কণ্ঠস্থ করিয়া বলিতেন। চতুর্থটি চারিবার উচ্চারিত হইলে পুনরুক্তি করিতে পারিতেন। এই প্রকারে সভায় কবিগণ ক্রমে ২ তাহা আবৃত্তি করিতেন, এমত অবস্থায় নূতন কবিতা রচনা করিয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতেন না ও পারিতোষিক পাইবার আশা করিতে পারিতেন না। ইহা বিবেচনা

করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস একটি কবিতা রচনা করিয়া উক্ত রাজ সভায় পাঠ করিলে কেহই আর তাহা পুরাতন কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে সাহসী হইতে না পারিলে অগত্যা তাহা অভিনব রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইল যে কবিতাটি এই।

স্বস্তি শ্রী ভোজরাজ ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তেমে নব নবতি যুতাঃ স্বর্ণ কোটী মদীয়া
তং দেহি তূর্ণংসকল বুধ জনৈ জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নোবা জানন্তি কেচিন্নব কৃত শ্চেৎ দেহি লক্ষং ততোমে॥

৪। একদা জগদ্বিখ্যাত সুকবি কালিদাস মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে বাহক ভ্রমে কোন রাজা তাঁহাকে সিবিকা বহাইতে বহাইতে বাহক দিগের কষ্ট দেখিয়া কহিলেন যে কণং বিশ্রামা রে জাম্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি। ইহা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বনে জলাঞ্জলি দিয়া উক্ত কবিবর প্রত্যুত্তর না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া এই সদুত্তর সত্বর প্রদান করিলেন, যে তথা না বাধতে রাজন্ যথা বাধতি বাধতে।

৫। পূর্ব্বকালে লোকেরা বড় কবির গানের প্রিয় ছিল, এমন কি দশ বা বার ক্রোশান্তর যাইয়া ও নদী পার হইয়াও সমভি- ব্যাহারে আমাকের সাজ সরঞ্জাম আদি লইয়া কবিগণের ভাব ও মাধুরী শ্রবণ করিতে যাইত, একদা একস্থানে, দুই ওস্তাদী দলের কবি হইবেক ও ভালুকা নিবাসী বিখ্যাত রূপা চুনারির ও চন্দন নগর বাসী মোহন বাইতির বাজনা হইবেক ঘোষণা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে লোক ঝাঁকে ২ আসিতে লাগিল ও যথা- কালে গান আরম্ভ হইলে এক পক্ষে গান ধরিল যথা,— ভবেতাপ

কর, ওগো পার্ব্বতী সুত লম্বোদর। কিন্তু লোকের ভিড়ে দোয়ারেরা হতবুদ্ধি হইয়া ও গীতটি উত্তমরূপে শুনিতে না পাইয়া অগত্যা গাইতে লাগিল যথা—ভবে ত্রাণ কর, ওগো পাক দিয়ে সুত লম্বা কর॥

৬। কোন লোকের বাটীতে একজন চাকরি করিতে নিযুক্ত হইয়া এই কথা অগ্রে বলিল যে ঠাউর মশাইগো আমাকে যা ২ কত্তি হবে তার একটি তালিকা করে দেন ও আপনি আমাকে যাহা দিবেন তাহাও লিখিয়া দেন, তাহাতে প্রভু সম্মত হইয়া ঐ ভৃত্যের কার্য্যের একটি তালিকা করিয়া দিলেন, এবং আপনি যে তাহাকে অন্ন বস্ত্র দিবেন তাহাও লিখিয়া দিলেন, এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিবস ঐ ভৃত্য দেখিং, যে প্রভুর একটি শিশু এক ভগ্ন পাতকুয়ায় পতিত হইয়াছে তাহাতে সে আসিয়া আপন তালিকা খুলিয়া জানিল যে ছেলে কুয়ায় পড়িলে তোলা লেখা নাই বলিয়া বসিয়া রহিলে ঐ প্রভু স্থানান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে আপন সন্তান পাতকুয়ায় পতিত ও ভৃত্য তন্নিকটে বসিয়া রহিয়াছে ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওরে তুই এখানে থাকতে আমার ছেলে কুয়ায় পড়ে কেন, তাহাতে সে উত্তর করিল যে ছেলে কুয়ায় পড়িলে তোলাতো আমার তালিকায় লেখা নেই তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আর কিছু না বলিয়া তৎপর দিবস ভোজনকালে ঐ ভৃত্যকে কেবল অন্ন দিলেন কিন্তু ব্যঞ্জন না দিলে সে কহিল যে ঠাকুর মশাইগো শুধু ভাত কেমন করে খাই তাহাতে ঐ প্রভু কহিলেন তোর তালিকায় কি আছে দেখনা কেন

অন্ন বস্ত্র দিব তাতে ত আর ব্যাঞ্জনের কথা নেই যে দিব।

৭। কোন সময় প্রবল বায়ুবেগে কতিপয় তরণী জলমগ্ন হইবাতে অনেক লোক শমন সদনে গমগ করিল তাহাতে এক ব্যক্তি অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিলে অন্য একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার কেউ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে নাকি যে এত কাতর স্বরে চিৎকার করিতেছ তাহাতে সে উত্তর করিল যে না আমার তো কেউ ঐ নৌকার মধ্যে ছিলনা যে আমি তার জন্য কাঁদিতেছি, তবে আমি কাঁদিতেছি কেন যে ওদের একদিন শ্রাদ্ধ হবে আমি কোথা থাব॥

৮। এক ব্যক্তির নিকট অন্য একজন একখানি পত্র লেখাইতে আসিলে তিনি কহিলেন যে আমার পায়ে বেদনা হইয়াছে আমি লিখিতে পারিব না; তাহাতে সে কহিল যে আপনি হাতে পত্র লিখিবেন পায়ে বেদনায় তাহার প্রতিবন্ধক কিসে হবে ইহা শুনিয়া তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে জাননা আমার এমন লেখা নয় যে কেহ সহজে পড়িতে পারিবে আমি স্বয়ং গিয়া না পড়িলে হইবে না।

৯। একঅন্ধ স্বীয়উদ্যানের এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার কোন প্রতিবাসী তাহার সন্ধান পাইয়া ঐ নিহিত মুদ্রা অপহরণ করিলে অন্ধ ঐ অর্থ না পাইয়া সেই প্রতিবেসীর উপর সন্দেহ করিয়া তাহা পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে এই উপায় অবলম্বন করিয়া তন্নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আমার সহস্র মুদ্রা আছে তাহার অর্দ্ধেক এক নিঃশঙ্ক স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছি আর অবশিষ্ট গুলি কি তথায় রাখিব

তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহাতে উক্ত প্রতিবাসী কহিল যে সেই স্থানে অবশ্য রাখিবে এইরূপ কহিয়া সমস্ত টাকা প্রাপ্তির আশায় যে পাঁচশত টাকা তিনি লইয়াছিলেন তাহা পুনরায় সেই স্থানে রাখিলেন; অন্ধ তাহার সন্ধান পাইয়া আপন অর্থ গুলি লইয়া আসিল এবং হিতকারী প্রতিবাসীকে কহিল যে চক্ষু বিশিষ্ট মনুষ্য হইতে অন্ধ অধিক দেখিতে পায়।

১০। এক ধীবর একটি রোহিত মৎস্য ধৃত করিয়া মনে ২ করিল যদি ইহা বিপণিতে বিক্রয় করিতে লইয়া যাই তাহা-হইলে দুই চারি আনা মাত্র প্রাপ্তি হইব কিন্তু যদি সম্রাটের নিকট এইটি লইয়া যাই তাহাহইলে অবশ্যই অধিক পাইবার আশা আছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া প[illegible]শেষে সদ্য ধৃত মৎস্যটি ভূপাল সদনে লইয়া গেলে তেঁহ অতি[illegible] সন্তুষ্ট হইয়া ধীবরকে শত মুদ্রা দিতে স্বীয় মন্ত্রীকে আদেশ করিলে মন্ত্রী বিবেচনা করিল যে সামান্য মৎস্যের নিমিত্তে শত মুদ্রা দেওয়া অবিধেয়; অতএব এক কৌশল আছে তাহা এই জালুককে জিজ্ঞাসা করা যাউক যে ঐ মৎস্যটি স্ত্রীলিঙ্গ কি পুংলিঙ্গ যদি স্ত্রী কহে তাহাহইলে পুংলিঙ্গ আর একটি না আনিলে ঐ পুরস্কার পাইবে না আর যদি পুংলিঙ্গ কহে তবে স্ত্রীলিঙ্গ আর একটি আনিতে হইবেক এই স্থির করিয়া যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করাগেল যে তাহার এই মৎস্যটি কোন লিঙ্গ সে তখন আপন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে অমনি বলিয়া উঠিল যে মহারাজ এ উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, মহীপতি ইহাতে আরও হর্ষ মতি হইয়া মন্ত্রিবরকে আর একশত মুদ্রা দিতে অনুজ্ঞা করিলেন অমাত্য

অবাক্ হইয়া অগত্যা তাহাই করিল।

১১। এক শিষ্য তদীয় শিক্ষা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় আমার ব্যুৎপত্তি কতদিনে যে জন্মিতে পারে, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে যখন তোমার পাঠ্যাপাঠ্য সমান হইবে, তদনুসারে শিষ্য কিয়ৎকাল আর পুস্তকের সহিত সাক্ষাৎ না করিলে যাহা অধ্যায়ন করিয়াছিল তাহাও ভুলিয়া গেলে, এক দিবস উপদেশকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল যে বোধ হয় এখন আমার দিব্য ভুতপেত্নী জন্মেছে, কেননা আমার পাঠ্যাপাঠ্য তুল্য হয়েছে, অর্থাৎ যাহা পাঠ করিয়াছি তাহা যেমন স্মরণ আছে আর যাহা পাঠ না করিয়াছি তাহাও তেমনি অর্থাৎ সমস্তই ভুলিয়াছি।

১২। একস্থূলকায় ধনী ব্যক্তি কোন পল্লীগ্রাম দিয়া করী আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন তাহাতে ঐ স্থানের স্ত্রীলোকগণ তাহাকে দেখিতে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে বাপরে মিনসে কি মোটা, হাতিটে আর ওকে বইতে পাচ্চেনা, কিছুদিন পরে ঐ পল্লীগ্রামের কোনও ভদ্র লোকের সহিত প্রাগুক্ত বাবুর সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন যে ওহে তোমাদের গাঁয়ের লোক কি কখন হাতি দেখে নাই; তিনি উত্তর করিলেন, দেখবে না কেন তাহাতে বাবু কহিলেন যে আমি এক দিবস তোমাদের গ্রাম দিয়া করী আরোহণে গমন করিতেছিলাম সেই সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিল ক্ষণেকে ঐ ভদ্রলোকটি কহিলেন যে তাহার কারণ

আছে তাহারা জানিত যে হাতির উপর মানুষই চড়ে, কিন্তু হাতির উপর হাতি এ আবার কি, দেখে তাহারা অগত্যা আশ্চর্য্য হইয়াছিল ॥

১৩। কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া পরে ক্রমশঃ উভয়ের প্রীতি এপ্রকার বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে পরস্পরে অঙ্গীকার করিল যে আমরা যাবজ্জীবনে আরকখনও পৃথক হইব না এইরূপে কিছুকাল গত হইল, পরে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাহাদের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঐ ব্যক্তি আপন রক্ষিত স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করিল আর অন্ন বস্ত্র কিছুই না দিয়া তাহাকে বিদায় করিলে সে বিগত যৌবনকালে অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলে বিচারপতি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন যে আমি দণ্ডবিধির নিয়মানুসারে বিচার করিয়া থাকি এ পীরিতের দাবির অভিযোগ, আমা কর্ত্তৃক এ গুরুতর অভিযোগ বিচার হইতে পারে না, দেওয়ানি বিচারালয়ের দ্বার অনাবৃত আছে, তুমি যে কয়েক বৎসর একত্র ছিলে তদ্ব্যতিরিক্ত আপন উপপতির নামে বাকি পিরীতের দাবি দিয়ে নালিশ কত্তে পার।

১৪। একব্যক্তি কোন স্থানে যাইবার সময় অন্যের নিকট হইতে বহুমূল্যের একটি তাজ চাহিয়া লইবার সময় এক প্রতারক তাহা দেখিল পরে যখন উভয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল তখন ঐ প্রতারক কহিল যে এই তাজের এক অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে তাহা আমি বিশেষ জানি ইহা শুনিয়া দুই এক ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই গুণটি জানিবার নিমিত্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলে সে কহিল যে ঐ তাজ আগুনে দিলে কথনই দগ্ধ হয় না। প্রতারকের এই রূপ বাক্যে অনেকে বিশ্বাস না করিলে সে কহিল যে আচ্ছা আমি একটাকা বাজি রাখ্‌ছি, যদি পোড়ে তাহা হইলে আমি ঐ টাকা আর ফেরত লইব না ইহাতে ঐ প্রতারিত ব্যক্তি লজ্জা ক্রমে কিছু কহিতে না পারিয়া চুপ্ করিয়া থাকিলে ঐ প্রতারক তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে এই বাজিতে আমারই ক্ষতি; ইত্যাকার ছলনা দ্বারা ঐ নির্ব্বোধ যেমন তাহাদের সকলের মতে ঐ তাজ অগ্নিতে সংলগ্ন করিল উহা তৎক্ষণাৎ এক কালে দগ্ধ হইলে প্রতারক আস্তে ২ বলিল তবে আমারই হার হলো, এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল ।।

১৫। দুই ব্যক্তি কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে ২ বোধহয় সকল বিষয় এককালে বিস্মৃত হইয়া বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের মধ্যে একজন বড় আত্ম বিস্মৃত হয় নাই, সে আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে অন্যকে আর কিছু না বলিয়া কেবল এই কথা বলিল যে তোমার সঙ্গে কার কথা, তুমি হলে দশটার বিষ্টে ( বিশ্‌টে ) তুমি ওর কুল কুচ করো্য দিলেও আমি রাগ করি না।

১৬। একব্যক্তির বাটীতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে সে নিজে না গিয়া আপন পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিবার ভারার্পণ করিলে পুত্র ও পিত্রাজ্ঞানুসারে আত্মীয়কুটুম্ব ও আর ২ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া বিস্মৃতি ক্রমে কোন্ বিশেষ বন্ধুকে আহ্বান করিতে ভুলিয়া আসিলে তদীয় জনক যখন তাহাকে ডাকিতে যাইল

ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমি ত পূর্ব্বে জানিতাম না যে তোমার ওখানে যাইতে হইবে, তচ্ছ্রবনে তিনি উত্তর করিলেন যে কেন আমার পুত্র আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি কহিলেন, যে না সেত আইসে নাই, তখন তিনি নিরুত্তর হইয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া স্বীয় সন্তানের নামোল্লেখ করিয়া এইমাত্র বলিলেন যে যাহাহউক এখন তার বাপ যে সে এয়েছে।

১৭। এক ব্রাহ্মণ দিবসদ্বয় অনাহারী থাকিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ২ অবশেষে এক দ্বিজের বাটীতে আসিলে, ঐ বাটীর কর্ত্তা তাহাকে অতিথি বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে বধুমাতারা প্রদীপ সাজাও আর সল্‌তে পাকাও, তাহাতে ঐ অতিথি অত্যাশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে মহাশয় এখনত অধিক বেলা হয়নাই, যে প্রদীপ জালিবার কথা হচ্চে ইহা শুনিয়া ঐ কর্ত্তা উত্তর করিলেন যে এখন বলিলে সন্ধ্যাকালে প্রস্তুত হয় কিনা, ইহাতে ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে আপনাদের আহার তবে কিপ্রকার হয়, তাহাতে কর্ত্তা কহিলেন যে আজ-কার আহার আজ আর হয় না। তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। পরে অপর এক দিবস যখন ঐ ব্রাহ্মণ পথ দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল, তখন কর্ত্তার পুত্র তাহাকে দেখিয়া আপন পিতাকে সম্বোধণ করিয়া কহিল, যে বাবা সেই বামুন বুঝি আবার উপসের লোভে আস্‌ছে গো॥

১৮। কোন ভদ্রগ্রামের এক ব্রাহ্মণ মধুপানে অতিশয় মত্ত

হইয়া আপন বৃদ্ধ পিতাকে মরিত দেখিয়া তাহার অঙ্গে অগ্নি দিলে সেই অতি প্রাচীন ও অথর্ব্ব বিপ্র উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলে তদীয় প্রতিবেশীর মধ্যে কোন কৈবর্ত্ত আসিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে মহাশয় আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে দেখুন অনেকে মলেও পুত্রের আগুন পায় না আপনি জেরান্তে পেলেন ॥

১৯। এক কুলীন ব্রাহ্মণ ও তস্য পুত্র একত্রে উপবিষ্ট হইয়া আছেন এমন সময়ে ঐ পুত্রের শ্বশুরালয় হইতে এই অভিপ্রায়ে এক পত্র আইল যে আগামী ১২ ই মাঘ শুক্রবারে আপনার পৌত্রের অন্নপ্রাশন হইবেক; অতএব জামাতা বাবাজীকে আপনি এ বাটীতে ঐ দিনের দুই এক দিবসাগ্রে প্রেরণ করিবেন এবং আপনারা সকলে আসিয়া শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন পত্রদ্বারা নিমন্ত্রন করিলাম এই পত্র পাঠ করিয়া স্বীয় সুতকে শুনাইলে তিনি কিয়ৎক্ষন নিরুত্তর থাকিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি অমন করিয়া রহিলে কেন তাহাতে ব্রাহ্মণ কুমার কহিল যে আমিত সেখানে অর্থাৎ আমার শ্বশুরালয়ে তিন চারি বৎসর যাই নাই তা এখন কেমন করিয়া গিয়া একেবারে পুত্রের অন্নপ্রাশন দিব; ইহা শুনিয়া তস্য পিতা তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে আমাদের কুলীনেরত এইরূপই প্রায় হয়ে থাকে; তোমারত অদৃষ্ট ভাল যে তুমি তনয়ের অন্নপ্রাশনের সময় সংবাদ পাইলে; কিন্তু তোমার বেলা আমি তোমার যজ্ঞোপবীতের সময় একেবারে সমাচার পেয়েছিলাম ॥

২০। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত ধনী ও যশোরাশি

রাম দুলাল পালিতের পুত্র কাশী বাবু যিনি কাশী পাগল নামে বিখ্যাত ছিলেন, একদা শীতকালের কোন রজনীতে চতুর্ভুজ পণ্ডিতের কাঠের গোলায় আগুন দিয়া তথায় দণ্ডায়মান পূর্ব্বক তিনি অগ্নিতে আপনার অঙ্গ উষ্ণ করিতেছেন, দেখিয়া কোন ব্যক্তি ঐ পণ্ডিতকে সংবাদ দিলে তিনি অতিশয় রুষ্ট হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি এই গোলায় অগ্নি দিয়াছ তাহাতে তিনি অম্লান বদনে কহিলেন, যে হাঁ আমি দিয়াছি তাহাতে ভট্টাচার্য্য অতিশয় রাগান্বিত হইয়া কহিলেন ওকে বাঁধত, কাশী বাবু ইহা শুনিব-মাত্র অমনি কহিয়া উঠিলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ ভোজ্য নৈবিদ্য নয়, যে অমনি বেঁধে কেল্‌বে এ মানুষ একে বাঁধা বড় সহজ নয় ॥

২১। কোন ব্যক্তি আপন শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার পিতা তাহাকে বাৎসল্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বাপু সেথানেত ভাল ছিলে, তাহাতে তস্য পুত্র কহিলেন যে আপনি আর আমাকে ওরূপ কহিবেন না, কেননা আপনার সহিত এখন আমার সম্পর্ক ফিরিয়াছে ইহা শ্রবণ মাত্র তদীয় জনক অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, যে সে কি তোমার সহিত আর আমার সম্পর্ক কি ফিরিতে পারে? ইহাতে ঐ গুনবান্ তনয় রোষান্বিত হইয়া কহিলেন, যে আপনি শোনেন্‌নি, আপনার নাম আর আমার শ্বশুরের নাম এক ॥

২২। বোধ হয় এতদ্দেশীয় তাবল্লোকেই অবগত আছে যে নবদ্বীপাধিপতি মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায়

নাপিত কুলোদ্ভব গোপাল ভাঁড় নামক এক ব্যক্তি অবস্থিতি করিত; একদা রাজা অন্যান্য কথার মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার না একটি পুত্র আছে? সে উত্তর করিল আজ্ঞা হাঁ ঠাকুর এ দাসের একটি আছে; ইহাতে রাজা কহিলেন তবে তাহাকে একদিন আনলে হয় না, ইহা শুনিয়া গোপাল ভাঁড় পর দিবস আপন গোপালকে লইয়া রাজ সদনে উপস্থিত হইলে ভূস্বামী ঐ বালকের রূপ লাবণ্য দেখিয়া কহিলেন যে এটিত বেশ ছেলে, এটি যেন রাজপুত্র এই কথা শুনিবামাত্র গোপাল আপন পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিল ভেলা মোর বাপু, তোমার কল্যানে আজ আমি রাজ পুত্রের বাপ হলেম ॥

২৩। এক দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ রাজ বাটীতে মালা চন্দন হইবার মহাসমারোহ হইয়াছে; চতুষ্পার্শ্বে লোকারণ্য হইয়াছে, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আপনাপন স্থানে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে পরিচারক ব্রাহ্মণ মালা ও চন্দন হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আগে কোন দিকে লইয়া যাইব? ইহা শুনিয়া ঐ গোপাল ভাঁড় আপনার দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল যে আগে এই দিকে লইয়া আইস, রাজা শ্রবণ মাত্র রুষ্ট হইয়া কহিলেন মার্‌ত বেটাকে জুতা, ইহাতে সে উত্তর করিল আজ্ঞে তবে ঐ দিক দিয়ে হয়ে আসুক॥

২৪। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সভায় বার দিয়া অমাত্য ও আর ২ কর্ম্মচারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তার মধ্যে কোন কারণ বশতঃ ঐ গোপাল ভাঁড়ের প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন যা বেটা তোর আর মুখ দেখিব না;

তাহাতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ; পরে কিয়দ্দিবসান্তে একদিন আপন পাছায় চিত্র করে৷ রাজার নিকট আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রাজা তাহার পশ্চাদ্ভাগ চিত্রিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে সে উত্তর করিল, মহারাজ আপনি আমার মুখ দেখিবেন না বলিয়াই এই রূপ করিয়াছি ॥

২৫। এক দিবস বৈকালে অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হইতেছে, এমৎ সময়ে অন্যান্য কথার মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন যে এই সময় বেহানে হতে ভাল লাগে ইহা শ্রবণ মাত্র তস্য জামাতা আপন আসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন তবে যাই এই বেলা বাবাকে ডেকে আনিগে ॥

২৬। এক দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তস্য বৈবাহিক একত্রে আহার করিয়া উঠিয়া গেলে একটি কুকুর আসিয়া ঐ রাজার পাতের উচ্ছিষ্ট গুলি খাইয়া অপর পাতের উচ্ছিষ্ট আর খাইল না দেখিয়া রাজা কহিলেন যে বৈবাহিক তোমার কথা আর অধিক কি বলিব কুকুরেও তোমার ভোজনাবশিষ্ট আহার করিল না; ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন যে মহারাজ তাহার কারণ আছে ও কুকুর ভিন্ন গোত্রে খায় না ॥

২৭। ঐ রাজা আর এক দিন প্রাতঃকালে সভা মণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া নানা কথা প্রসঙ্গে স্বীয় সদস্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ওহে গত রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আমি যেন পায়সের হ্রদে ও তুমি যেন পুরীষের হ্রদে পতিত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতেছি ; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আজ্ঞা হাঁ মহারাজ আমিও ঐ রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু

তাহার মধ্যে একটু ভিন্ন এই যে পরস্পর গা চাটাচাটি করিতেছিল।।

২৮। উক্ত রাজার পৌত্র রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রায় যাঁহার রাজত্বকালে বিখ্যাত শ্রীবনের উচ্চ রাজ প্রসাদ প্রস্তুত হইয়া ছিল তিনি একদা তথায় আপন অমাত্য ও আর ২ অনুগত ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার বৈবাহিক ও কতিপয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পশ্চাতে কতক গুলি বানর আসিতেছিল ; পরে তাহারা রাজার সহিত সন্দর্শন তৃপ্তি লাভ করিয়া যাইবার সময় ঐ বানর সকল তাঁহাদের অনুগামী না হইলে রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওহে বৈবাহিক তোমাদের সঙ্গীরে যে রহিল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওনা, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে মহারাজ ওরা আর যেতে চায় না তার কারণ এই যে ওরা এখন কেশর কুনি ভাবাপন্ন হইয়াছে ।।

২৯। ঐ রাজা অন্য একদিন ঐ প্রাসাদের উপর বসিয়া আছেন এমন সময়ে কতিপয় গোপিনী রাজাকে দেখিয়া লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আপনাপন বস্ত্রোত্তলন করিয়া অঙ্গনার অপর পারে যাইতেছিল তিনি তাহা দেখিয়া কহিলেন যে ঘোষানী দেখ যেন নগর ভেঙ্গেনা ইহা, শুনিয়া একটি গোপরমণী নিরুত্তরা থাকিতে না পারিয়া অমনি বলিয়া উঠিল যে মহারাজ নগর ভিক্ষুক তার দেয়নি কিন্তু পাছে রাজা রাজড়ার নাম নিচ্ছে দায় তাই ভাবছি ।।

৩০। এক দিবস দৈবযোগে গোপাল ভাঁড় রাজ বাটির ছাদের

প্রণালীর নীচে বসিয়া রহিয়াছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাহা দেখিয়া অনুচরগণকে আজ্ঞা করিলেন যে ঐ প্রণালীতে জল ঢালিয়া দেও তদাজ্ঞানুসারে তাহারা তদ্রূপ করিলে গোপাল স্বীয় গাত্রে বারি পতিত দেখিয়াও স্থির হইয়া রহিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি তোমার গায়ে জল পড়িতেছে দেখিয়াও যে বড় চুপ করিয়া রহিয়াছ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেছ না, তাহাতে গোপাল উত্তর করিল যে মহারাজ তুলসী গাছ কি আর কথা কয়ে থাকে ॥

৩১। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে গোপাল পর্য্যাপ্ত মাগুর মাছ উপঢৌকন দিলে রাজা তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন যে তুমি এত মাগুর দিয়াছিলে যে তাহার অন্ত নাই তাহাতে ঐ ব্যক্তি সুযোগ পাইয়া সদুত্তর করিল যে মহারাজ তাহার আদিও নাই ॥

৩২। এক গোপ ঐ রাজ বাটিতে দুগ্ধের যোগান দেয় কিন্তু ক্রমশঃই ঐ দুগ্ধে এত জল মিশ্রিত করে যে কেবল শুভ্র বর্ণ মাত্র থাকে এবং আস্বাদেরও অনেক ব্যতিক্রম হইবাতে ঐ গোপ যখন আপন পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া হিসাব করিতে আইল তখন রাজা দেওয়ানকে আজ্ঞা করিলেন যে হিসাবের সময় সেরকরা একপোয়া বাদ দিও ইহা শুনিয়া দেওয়ানজি গোপকে গোপনে কহিলেন যে রাজাত একপোয়া নিলেন তা আমাকেও এক পোয়া দিতে হইবে, বলিয়া কোষাধ্যক্ষকে হিসাব করিয়া টাকা দিতে কহিলে তিনি কহিলেন যে আমাদিগের সকলকে আর এক পোয়া দিতে হইবে অর্থাৎ একসের দুগ্ধের তিন পোয়া বাদ দিয়া একপোয়ার মাত্র মূল্য প্রদানের অবধারণ হইলে

গোপের পুত্র তস্য পিতাকে কহিল যে এস বাবা আমরা বাড়ী যাই, আর হিসাবে কাজ নাই তাহাতে গোপ রুষ্ট হইয়া কহিল তুই চেংড়া কোনা কি বুঝিস কত কাটুবে কাটুক না কেন এক্ষণও দুধে হাত পড়েনি ॥

৩৩। কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায় গোপাল ও আর ২ লোক সঙ্গে করিয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন দরবারের পার্শ্বে চিকের মধ্য হইতে বেগমেরা ও দরবারে কি হইতেছিল দেখিতে ছিলেন, গোপাল ইত্যবসরে সেই দিগে চক্ষু ঠারিয়া ছল, দরবার ভঙ্গ হইলে যখন রাজা বাহিরে আসিতেছিলেন তখন দুই সৈনিক পুরুষ আসিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ আপনার সঙ্গের কোন লোক বেগম দিগের প্রতি লক্ষ করিয়া চোক ঠারিয়াছে রাজা শ্রবণ মাত্র অনুভব করিলেন যে গোপাল ভিন্ন এরূপ কার্য্য করিতে অন্য কাহারও সাহস হইতে পারেনা ইহা স্থির করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুই কি বেগমের দিগে চোক ঠেরেচিস্ তাহাতে সে উত্তর করিল আজ্ঞা হাঁ আমিইত সেই দিগে তাকিয়ে ছিলাম রাজা কহিলেন তবে যাও মরগে, ইহা শুনিয়া যখন সৈনিক পুরুষেরা তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহাদিগের প্রতি বারম্বার চোক ঠারিল, ও নবাবের সিংহদ্বার-রক্ষকদিগের হস্তে যখন সমর্পিত হইল তখন তাহাদিগের প্রতিও ঐ রূপ করিল পরে নবাবের সম্মুখে আনীত হইলে সভাস্থ লোক ও নবাবের দিগে বারম্বার ঐ রূপ চোক ঠারিবাতে ঐ রূপ করা তাহার স্বভাব স্থির করিয়া নবাব তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন

এদিগে তৎপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র তাহার কি হইল বলিয়া ভাবিতেছেন এমৎকালে তাহাকে আসিতে দেখিয়া তন্মুখে সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥

৩৪। একদা এক ব্যক্তি পথি মধ্যে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ভদ্র মহাশয় আমি অমুক স্থানে কোন্ পথ দিয়া যাইব? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে তুমি আমাকে কি রূপে ভদ্র জানিলে? তাহাতে সে কহিল যে অনুমান দ্বারা আপনাকে ভদ্র বিবেচনা করিয়াছি; ইহা শুনিয়া অন্যজন কহিল যে তবে অমুক গ্রামের পথও আপনি ঐরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন ॥

৩৫। দুইবন্ধু পরস্পর বহুকাল একত্রে বসতি করিলে পর কার্য্যোপলক্ষে একের অন্যত্র যাইতে হইলে সে স্বীয় বন্ধুকে কহিল, যে হে সখে আমিত এক্ষণে অনেক দূর যাইতেছি; কিন্তু তোমাকে স্মরণ করিবার আর কোনও চিহ্ন দেখিতেছি না তবে যদি কৃপা করিয়া তোমার ঐ অঙ্গুরীটি আমার নিকট রাখ তাহাহইলে আর কিছুই করিতে হয় না; ইহাতে তন্মিত্র তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল যে, আমি যদি তোমাকে ঐ অঙ্গুরীটি না দিই তাহাহইলে তুমি আরও অধিক স্মরণ করিতে পারিবে ॥

৩৬। এক দিবস কোন ব্যক্তি আপন ভৃত্যকে হুঁকাটি আনিতে আদেশ করিলে সে তাহা করিল; তাহাতে তাহার প্রভু কহিল যে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে৷ কার্য্য করিলে ভাল হয়; আমি হুঁকাটি আনিতে বলিলে তৎসঙ্গে তামাক ও

কফ্‌কে আনিতে হয়; তচ্ছ্রবণে সে তদ্রূপ করিল; পরে অন্য কোন দিন তাহার প্রভুর পীড়া হইলে তিনি ঐ কিঙ্করকে ভিষক ডাকিতে আজ্ঞা করিলে সে তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া অগ্রে কবিরাজকে সংবাদ দিয়া খট্টাঙ্গ, কলসি, কাচা কাষ্ঠ ইত্যাদি আনিতেছে দেখিয়া তস্য প্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এসব কি? তাহাতে সে উত্তর করিল যে আপনার আদেশ মতে আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করো এই কাজ করিয়াছি ॥

৩৭। এক সভায় অনেকের নিমন্ত্রণ হইবায় যথাকালে সকলে আসিয়া আপনাপন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেছে; দেখিয়া সভাস্থ কোন লোক এক বিশিষ্ট শিষ্ট গুণজ্ঞ প্রাজ্ঞ মান্য জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অনেকেই যে এই সভায় সমাগত হইয়া বিবিধ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতেছে কিন্তু মহাশয় কি জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন তাহাতে তিনি নিম্ন লিখ্য কবিতাটি পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন:—

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে;
দর্দ্দুরা যত্র বক্তার স্তত্র মৌনং হি শোভনং ॥"

৩৮। একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে যাইবার উদ্দেশে স্বীয় পত্নীকে রন্ধন করিতে বলিয়া স্বয়ং মুরলী গ্রহণ পুরঃসর বাজাইতে আরম্ভ করিলে, তৎপত্নী আসিয়া তন্নিকটে দণ্ডায়মানা হইলে তিনি তাঁহাকে তদীয়াদেশ পালন না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিম্ন লিখিত সদুত্তর প্রাপ্ত হইলেন ॥

"মুরহর রন্ধন সময়ে মধুর মুরলীঃ মারব মারব;
নীরস মেধো রসতাং কৃশতরতাং কৃশানুরেতি ॥"

৩৯। এক ধনী লোক স্বালয়ে উপবিষ্ট আছেন এমৎকালে কোন ব্যক্তি তন্নিকটে কিঞ্চিৎযাচ্ঞা করিতে আইলে তিনি কিছু উত্তর না দিয়া মস্তক নামাইয়া ভাবিতে লাগিলেন; ইহা দেখিয়া যাচক এই কবিতাটি পাঠ করিলেন :—

"আমূলংতে সরলতা রস বক্তা পরার্থতা।
অস্মিরস্তে ফলারস্তে কৌটিল্যং তবনোচিতং॥"

৪০। একদা রাজা কোন কারণ বশতঃ কালিদাসের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিতে আদেশ করিলেন; পরে তদনুযায়ী কার্য্য হইলে কালিদাস একদিবস রাজ সভায় আইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে :—

"কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ কুত্রতীর্থে মুণ্ডিতং শিরঃ।"

ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন যে

"ভবান যত্র হয়ো ভূত্বা হিহি শব্দং চকার বৈ॥"

৪১। এক সামান্য লোকের পুত্র সংস্কৃত বাঙ্গালা ইংরাজি ও হিন্দি কিছু শিখিলে একদিবস তাহার পিতা তাহাকে তৈলিকের বাটী হইতে তৈলক্রয় করিতে আদেশ করিলে সে যাইতে ২ পথিমধ্যে কোন পরিচিত লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোথায় যাইতেছ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আপন বিদ্যার পরিচয় দিয়া উত্তর করিল যে—

মম গৃহে তৈলং নাস্তি ইসিওয়াস্তে কলুবাড়ী গোইং॥

৪২। এক অন্ধ ভদ্রলোকের পরিবারের মধ্যে জগন্নাথ নামক

তদীয় পুত্র ব্যতীত আর কেহই ছিল না; পুত্র পিতাকে গৃহে রাখিয়া সন্ধ্যাকালে ভ্রমনাদি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তদীয় পিতা তাহার নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিলে সে গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; ইহা দেখিয়া এক তস্কর একদিবস অন্ধের পুত্রের ন্যায় তদ্বাসে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথের ন্যায় দ্বারঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে ঐ অন্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল; কেও? তাহাতে চোর উত্তর করিল আজ্ঞে আমি জগন্নাথ তচ্ছ্রবনে অন্ধ কহিল তবে ঐ ঘরে যাও চোর গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, যে দেখ আমার গৃহে এক আর্কফলা প্রবেশ করিয়াছে॥

৪৩। এক সমারোহে চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষতাকরায় কোন কারণ বশতঃ এক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ না হওয়ায় তিনি অধ্যক্ষকে ঐ বিষয় জানাইলে তেঁহ কহিলেন; যে আপনি জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন মহাশয়কে জানান্; কেননা একার্য্যে আমার কোনও হাত নাই; তচ্ছ্রবনে ঐ ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া ক্ষণকাল পরে কহিল, যে সেকি চতুর্ভুজে ভুজঃনাস্তি দ্বিভুজঃ কং করিষ্যতি॥

৪৪। কোন ভদ্রলোকের স্বর্ণকার প্রজারা পরস্পর বিবাদ করিয়া একজন তৎক্ষণাৎ আসিয়া ভূম্যাধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট বিবাদের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল; অন্য জনও তৎপরে সমুদায় বৃত্তান্তাবগত করিলে প্রথম ব্যক্তি আসিয়া কহিল যে ওবা বলুগ, আমি আগে এসে ছোট বাবুকে আজ্ঞে করে এয়েছি, এখন আর বল্যে কি হবে॥

রাখিতে ইচ্ছুক ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেকের অবস্থা উন্নত না হইবাতে তদ্রূপ করিতে পারে না, কিন্তু ইচ্ছা তুল্যই থাকে; একদা কোন মুসলমানের বাটীতে এক ঘরামি কার্য্য করিতে আসিয়া আপন কার্য্য করিতেছে এমৎকালে ঐ যবনের স্ত্রীর বাজারে যাইবার আবশ্যক হইল; তাহাতে তদীয় স্বামী ঐ ঘরামিকে কহিল, ঘরামি, তোম তফাৎ যাও, বিবি বাজার যাগা ॥

৪৯। এক মুসলমান সম্রাট সময়ে ২ তস্য মন্ত্রীকে নির্ব্বোধ লোকের তালিকা রাখিতে আদেশ করিতেন, একদা তিনি স্বয়ং লক্ষ মুদ্রার একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া সদাগরকে অপর একটির জন্য লক্ষ মুদ্রা অগ্রে প্রদান করিয়া মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অদ্য নির্ব্বোধের তালিকায় কাহার নাম অগ্রে লিখিলে তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে অদ্য আপনারই নাম প্রথমে লিখিলাম, তাহাতে সম্রাট অতিশয় রুষ্ট হইয়া কহিলেন যে আমার নাম কি জন্যে লিখিলে তাহাতে সচিব উত্তর করিল তাহার কারণ এই যে আপনি সদাগরকে না জানিয়া তাহাকে লক্ষ মুদ্রা এক কালে প্রদান করিলেন, ইহাতে সম্রাটরুষ্ট হইয়া বলিলেন সে যদি পুনরায় অশ্ব লইয়া আইসে, তচ্ছ্রবণে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে তাহাহইলে আপনার নাম কাটিয়া তাহারই নাম লিখিব ॥

৫০। এক তস্কর অদৃষ্টবশতঃ মুনসফি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল; এক দিবস ঐ হটাৎ বাবুর নাপিত তাহাকে ক্ষৌর করিতে না আইলে সে তাহার প্রতি রাগ প্রকাশ করিতে লাগিলে

ও তাহাকে তজ্জন্য দণ্ড দিবার ভয় প্রদর্শন করাইলে কোন ভদ্রলোক ঐ হাবা তাঁতিকে কহিলেন, যে যদি আপনাপন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহাহইলে আমি তোমার নিকট কতকগুলি সূতা আনিয়া দিব ; ও তুমি তাহাতে কাপড় না বুনিলে আমিও তোমাকে দণ্ড দিব ॥

৫১। এক জনের সহিত অন্যের অকপট প্রণয় ছিল তন্মধ্যে একের স্থানান্তর গমন করিতে হইলে কিছু দিন পরে তিনি অন্যকে জুই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে আমি তোমাকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়াছি তাহার উত্তরে তিনি অবগত হইলেন, যে যাঁহাকে তিনি লিপী লিখিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে একবারও স্মরণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই ; কেন না স্মরণ করা মনের ধর্ম্ম সে মনই তাহার নিকট রহিয়াছে ॥

৫২। এক ভদ্র লোকের বাটীতে কতিপয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহারা যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া ভোজন করিতে বসিলে বাটীর কর্ত্তা আসিয়া বারম্বার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; যে পাক কি প্রকার হইয়াছে? তাহাতে সকলেই এককালে কহিলেন যে পাক উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ছাগ মাংস কিরূপ হইয়াছে, তচ্ছ্রবণে একব্যক্তি কহিয়া উঠিল যে এবার পাঁটা ব্যাটা খুব জব্দ হয়েছে, এখন হুট্ বল্‌তেই আর বেড়া ভাঙ্গিতে পারিবে না ॥

৫৩। এক সৎকুলোদ্ভব কায়স্থ সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোন এক কায়স্থের বাটীতে অতিথি হইতে আসিলে কেহ ২ তাহাকে

ঐ কায়স্থের জামাতা ভ্রমে কহিল যে বসুজা মহাশয় যে, ভাল আছেন ত ; তাহাকে তিনি তাহার কিছু উত্তর না দিয়া কহিলেন, যে আমার বড় শিরঃপীড়া হয়েছে ; অতএব কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া যখন তিনি ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া বহির্দ্দেশে যাইতেছিলেন; তখন তাঁহার কতিপয় আলাপ্য লোক তাঁহার সহিত সন্দর্শনাশয়ে আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কহিতে লাগিলেন, যে উনিত বসুজা মহাশয় নন ; উচ্চৈঃস্বরে ঐ অতিথি কহিলেন যে আপনারাই বল্ছেন, বসুজা মহাশয় ; আবার আপনারাই বল্চেন বসুজা মহাশয় নন, এতে আমি আর কি বলিব; এই আপনাদের গাড়ু থাকিল, আমি যাই, এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥

৫৩। এক সিপাহী বাটী আসিয়া আপন পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিল; পরে শ্রাদ্ধ শেষ হইলে পিণ্ডদানের সময় পুরোহিত তাহাকে কহিলেন, বে জি, খোড়া হট, তাহাতে ঐ সৈনিক পুরুষ অতিশয় রোষান্বিত হইয়া কহিল, যে কেঁউশালে হাম কভি টিপুকো লড়াইমে হটানেই আমি তোমারা বাৎসে হটেঙ্গা।

৫৪। অপর এক সৈনিক পুরুষ কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া স্বালয়ে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; এমন সময়ে এক তস্কর তাহার গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিয়া সিপাহী মনে ২ বিবেচনা করিল ; যে কেয়া পরওয়া ; হামারা সাহেবের আপনা পাশ মে হ্যায় ; কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখে যে ঐ চোর দুইটা বোচ্কা বাঁধিয়েছে ; ইহাতে ভীত হইয়া মনে ২ করিল যে আলাহায়ে এক আদমী বাঁধ্যায় দোনা সাটিন
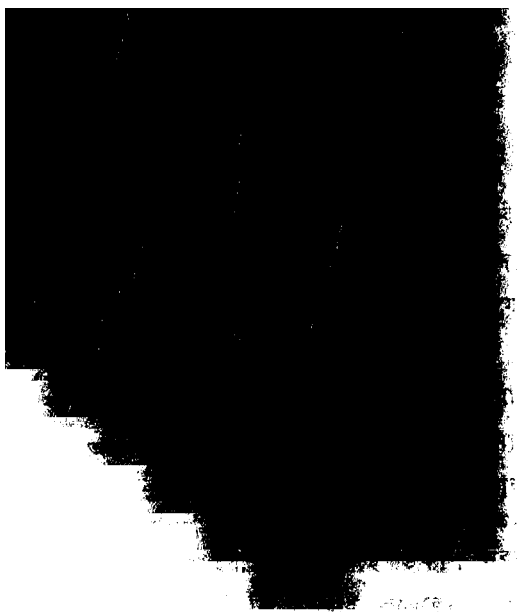
৫৯। কোন প্রদেশে এক তৈলির উপর চুরি অপবাদ হইয়া এ্যাডিশন্যাল ( অতিরিক্ত ) বিচারপতির হস্তে ঐ অভিযোগ বিচারার্থে অর্পিত হইল; বিচারপতি বিচার কালে ঐ তৈলিককে অনেক প্রশ্ন করিয়া পরিশেষে এই জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুই একটি গরুর দ্বারা কেমন করে্য সহরের তাবল্লোককে তৈল যোগান দিস্? তাহাতে ঐ তৈলিক উত্তর করিল, যে আমি সচরাচর একটি গরুর দ্বারাই কাজ চালাইয়া থাকি, তবে যখন কোনক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হয় তখন একটি এ্যাডিশন্যাল গরু করি ॥

৬০। কোন ভদ্রলোকের বাটীতে এক প্রামাণিক ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে; ইতিমধ্যে পল্যান্তরে রোদন শব্দ শ্রুত হইলে উপস্থিত লোকের মধ্যে কেহ মারামারি, কেহ অন্য কারণ, দর্শাইলে পরিশেষে ঐ প্রামাণিক আর নিস্তব্ধ থাকিতে না পারিয়া অমনি কহিয়া উঠিল, তবে বুঝি দাদা উজান ধরেছেন ॥

৬১। সুরসিক গঙ্গা নারায়ণ নস্কর বারইয়ারি পূজোপলক্ষে কোন স্থানে পাঁচালি করিতে যাইলে তথাকার পাণ্ডারা আসিয়া তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিল; ও তাহাদের মধ্যে একজন কহিল ওরে নস্কর মহাশয়কে তবাক দে, তচ্ছ্রবণে উক্ত রসিকরাজ কহিলেন, যে তবাক কি গো, তাহাতে পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন যে আমরা 'ম' স্থানে 'ব' ব্যবহার করে্য থাকি; ইহা শুনিয়া নস্কর মহাশয় উত্তর করিলেন, যে ভাল, তবে আপনারা [illegible]ভার স্থানে কি বল্যে থাকেন?

৬২। এক গোস্বামী স্বীয় ভৃত্য সহ তদীয় শিষ্যালয়ে গমন করিলে শিষ্যেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মৎস্যাদি আনিয়া আহারের আয়োজন করিয়া দিলে গোস্বামীও যথাকালে পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনার ও ভৃত্যের পাতদ্বয় পৃথক ২ করিয়া শিষ্যাদিগের অজ্ঞাতসারে আপনার পাতে ছয়টি কইমৎস ও ভৃত্যের পাতে একটি বণ্টন করিলে, ভাণ্ডারি অতিশয় বিরক্ত হইল এবং ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া কহিল আমি কি আর শিষ্য বাড়ী আসিনি, এই বলিয়া ঝাঁকের কই ঝাঁকে যাউক কহিয়া আপনার পাত হইতে কই মৎস্যটি লইয়া প্রভুর পাতে নিক্ষেপ করিলে অগত্যা গোস্বামীকে পুনর্ব্বার পাক করিয়া আহার করিতে হইল বলিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিলে শিষ্যেরা একখানি তাল বৃন্ত আনিয়া দিল গোস্বামীও স্বয়ং সেই তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে ২ নিদ্রিত হইলেন, তখন ঐ ভণ্ড ভাণ্ডারী স্বীয় প্রভুর নিকট শয়িত ছিল সে তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া কহিল, ঠাউর মশাই ওকি, হাত নাড়ুন না, পেলাদপাই ॥

৬৩। এক ব্যক্তির পুত্র বাটী হইতে স্থানান্তর গিয়া সৌভাগ্য-বশতঃ কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আশাতীত ধনোপার্জ্জন করিল এবং তাহার কিয়দংশ সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আপন পিতার নিকট প্রেরণ করিতে লাগিল; কিছুকাল পরে স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জনকের নিকট যে টাকা পাঠাইয়াছিল তাহার হিসাব লইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ করিল; তথা জন্মদাতা আপন নিষ্কৃতি জন্য অগত্যা একজন সুদক্ষ ব্যবহারাজীবী অর্থাৎ উকিল দ্বারা বিচার পতির

সমক্ষে উপস্থিত হইলে উকিল বাবু বিচারপতিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন যে ধর্মাবতার আদৌ প্রনিধান করুন, পৃথিবীর সৃষ্টী অবধি এ প্রকার কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহন করেন নাই যে পিতৃন হইতে মুক্ত হইয়াছে কিন্তু এই যে বাবুটিকে দেখিতেছেন, ইনি এমনই কৃতি যে পিতৃন হইতে মুক্ত হইয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই বরং তাঁহার উপর পাওনা করিয়া অম্লান বদনে তাহা পুন প্রাপ্তি হেতু বিচারালয়ে আসিয়াছেন, আপনারা এপ্রকার কৃতিপুত্র কি আর কখন দেখেছেন, এরূপ শ্লেষ যুক্ত বক্তৃতা করিলে, পুত্র অধোবদন হইয়া অগত্যা তথাহইতে চলিয়াগেলেন ॥

৬৪। এক আধুনিক ধনী লোকের বাটীতে ৺ দুর্গোৎসবোপলক্ষে বাদ্যকর দিগের মধ্যে একজন ঢাকি পূজা শেষ হইলে, বাটীর কর্ত্তার নিকট আসিয়া কহিল যে মহাশয় আমি একা অনেক দূর যাইতে হইবে অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বিদায় করিয়া দিলে ভাল হয়, তাহাতে কর্ত্তা মহাশয় কহিলেন যে তাহা কি প্রকারে হইতে পারে অগ্রে হিসাব না করিলে তোমাকে কি রূপে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, ইহা শুনিয়া ঢাকি কহিল যে মহাশয় আমার আবার হিসাব কি আমি একেলা বই তো নই ; তা আমার পাওনাটি দিলেই ত হইতে পারে, ইহাতে কর্ত্তা একটু গরম হইয়া কহিলেন যে তবে স্থির হ, তোর হিসাব করি ; তুই কি তোর ঢাকের দুদিগ বাজাইয়াছিস, বাদ্যকর কহিল আজ্ঞে ঢাকের ত আর দুদিগ বাজেনা ; ইহাতে কর্ত্তা কহিলেন যে তবে তোর অর্দ্ধেক বাদ গেল, আর তুইত সমস্ত দিন বাজাসনি, তাতেও তোর হারাহারি সুরত বাদ দিতে

হবে ও তুইত এখানে স্নান আহারাদি সকলই করিয়াছিস সে সকল হিসাব করে বাদ দিলে তোর নিকট সবলগে সাড়ে সাত আনা পাওনা হয়, এতে তুই কি কত্তে চাইস ? কর্ত্তার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া চাটুকারগনের মধ্যে কেহ কহিল ঢাক রাখিয়া পাওনা টাকা আনিয়া দিয়া পুনর্ব্বার ঢাক লইয়া যাউক, কেহ কহিল ষ্ট্যাম্প কাগজে খত লিখিয়া লওয়াই ভাল, এইরূপ নানা প্রকার কথার পর কর্ত্তার ভ্রাতা ঢাকির দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরিশেষে এই নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন যে এবার যা হবার তা হয়ে গেছে, ওকে বিদায় দিয়া একবার লওয়া যাউক যে আরবার বাজিয়ে শোধ দেয় ॥

৬৫। কায়স্থ কুলোদ্ভব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় যিনি ভারতবর্ষের গভরনর জেনরেলের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছিল, বোধ হয় তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় নাই ও হইবার ও নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না সেই শ্রাদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুত্র শিবচন্দ্র রায় নিমন্ত্রণে গেলে দেওয়ানজী তাঁহাকে যথা সন্মান সহকারে আহ্বান করিলে, তিনি কহিলেন যে দেওয়ানজি আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ দক্ষযজ্ঞের ন্যায় দেখিতেছি, ইহাতে তিনি এই কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, যে মহারাজ তাহাহইতেও অধিক, কেন না তাহাতে "শিবের" আগমন হয় নাই ॥

৬৬। এক গোস্বামি অধিক বেলা হইলে কোন শিষ্যের বাটীতে উপস্থিত হইলে, বাটীর সকলে কহিতে লাগিল যে ঠাকুর এত বেলায় এলেন একণ আহারের কোন প্রব্যই

প্রাপ্ত হওয়া ভার, বিশেষতঃ মৎস্য, বাজারে কেবল বাদা চিংড়ি ভিন্ন অন্য কোন মৎস্যই নাই, ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, কি, আমরা গোঁসাই গোবিন্দ লোক আমরা কি নচ্ছ মৎস্য আহার করি, আমরা জাদিংচেলের অন্ন, ঘৃত, সৌন্দর্ভ পৃভিতি মাংস গরিই আহার করিয়া থাকি; এইরূপ স্থির হইলে ক্ষাকপ তণ্ডুল ঘৃত দৈক্ষব প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী সমগ্র আয়োজন হইতেছে এমৎকালে কোন কুটুম্বের বাটী হইতে ইলিসমাছ আইল দেখিয়া সকলে কানাকানি করিতে লাগিল যে আহা এমন টাট্‌কা ইলিসমাছ তা ঠাকুরের সেবায় লাগিল না, এই কথা ঠাকুরের শ্রবণ গোচর হইলে তিনি কহিলেন যে তোমরা কি বলাবলি কচ্চ? তাহাতে একজন কহিল যে ইলিসমাছ এসেছে, তা আপনিত আর আহার করিবেন না তাই আমরা বলাবলি কচ্ছি, ঠাকুর ইহা শুনিয়া ক্ষণেক মৌনাবলম্বী হইয়া কহিলেন যে কি বল্‌ছ ইলিসমাছ তা খেতে বাধা নাই, কেননা প্রভুর আজ্ঞে আছে যে

"রোহিত মদ্‌গু রোশৈব সকরী চিত্র ফলিকা ॥
ইলিস মৎস্য রাজশ্চ পঞ্চ মৎস্য নিরামিশ ॥"

৬৭। এক মুসলমানের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ একত্রিত হইয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্য্য অর্থাৎ কবর দিবার আয়োজন করিতেছে দেখিয়া তৎপত্নী ভাতার গো বাবা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, ইহাতে অন্য এক মুসলমান তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল যে মাগির ৪ বয়স আছে, এবং দেখিতে ও কুৎসিত নহে অতএব ইহার একটি নিকা

দিয়া দিলে ভাল হয়, এই কথা শুনিবামাত্র, সে " বাপুরকম তাই করে মেরে " বলিয়া রোদন করিতে লাগিল ॥

৬০ কোন স্থানে বারইয়ারির পাণ্ডারা কলিকাতার এক আধুনিক ধনীর বাটীতে কিঞ্চিদ্বার্ষিক চান্দা নির্দ্ধার্য্য করনাশয়ে বাটীর কর্ত্তার নিকট বিস্তর কাকুতি মিনতি করিলেও বাবু তাহাতে বরং ক্রমশঃই আরও বৈরক্তি প্রকাশ করিয়া পরিশেষে দ্বারবানকে আজ্ঞা করিলেন যে এই লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও; দ্বারবান্ তদাজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলে পাণ্ডারা অগত্যা তথা হইতে প্রস্থান করিল পরবর্ষে তাহারা যখন অন্যান্য লোকের নিকট চান্দা সংগ্রহার্থে উক্ত মহানগরীতে আসিয়াছিল তখন তাহাদের মধ্যে একজন কহিল যে ওহে চলনা সেই আধুনিক বাবুর নিকট যাওয়া যাউক, তাহাতে অন্য একজন কহিল কেন তোমাদের গলাধাক্কা না খেয়ে কাঁদ চচ্চড় কচ্চে নাকি, এই রূপ রহস্য করিয়া পরিশেষে একবার তথায় যাওয়া স্থির হইল, তদনুসারে তাহারা ঐ বাবুর নিকট গিয়া আপনাদিগের বিষয় প্রস্তাব করিলে বাবু তন্য কর্ম্মচারিকে হিসাবের পুস্তক দেখিতে আদেশ করিলে, সে যখন অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদিগের নাম আদি কিছুই পাইল না, তখন পাণ্ডাদিগের মধ্যে একজন রহস্যচ্ছলে কহিল যে আমাদের বিষয় কোন হিসাবের পুস্তকে লেখা নাই তাহাতে বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে তবে কিসে আছে, ইহাতে একজন পাণ্ডা কহিল যে আপনার কি মনে নাই সেই ছটো গলাধাক্কা ॥

৬৮। একসময়ে নৃপতি মৃগয়া হইতে মহাসমারোহে পুনঃসর স্বীয় রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে তাঁহার সমুখস্থিত নাট্যশালায় একজন সন্ন্যাসী শার্দ্দূল চর্ম্ম বিস্তার করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট আছে ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন যে একি তুমি যে এখানে, তুমি কি জান না যে এ রাজভবন! এত উত্তরণের স্থান নহে? সন্ন্যাসী ইহা শুনিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন যে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আপনাকে আমি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি রুষ্ট না হন তবে বলিতে পারি; সম্রাট সন্ন্যাসীর এবম্বিধ বাক্যে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারেন, তখন, উদাসীন, কহিলেন, যে এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা প্রথমে কাহার অধিকারে ছিল? উত্তর, আমার পিতামহের; পরে কাহার অধিকৃত হইয়াছিল উত্তর, আমার পিতার; এক্ষণে ইহাতে কে বসতি করিতেছে? উত্তর, আমি, ইহার পরে কাহার হস্তগত হইবে? উত্তর, আমার পুত্রের; এই প্রকার উত্তর শ্রবণে সন্ন্যাসী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, হে ভূপাল, যে ভবনে নিবাসিলোক এত শীঘ্র ২ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে উত্তরণের স্থান ভিন্ন আর রাজ ভবন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে॥

৬৯। একদিন কোন মদ্যপায়ী এক শৌণ্ডিকের দোকানে মদ্যপানান্তে মত্ত হইয়া পড়িয়া আছে, এমৎকালে তাহার ভ্রাতৃ-পুত্র নৌকারোহণে স্থানান্তরে যাইবার সময় তরণী হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে খুড়ো একি, ইহাতে তিনি অমনি উত্তর করিলেন, যে আর বাবা, কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ঃ॥

৭১। দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন ব্যক্তির গৃহে অগ্নি লাগিয়া তাহা দগ্ধ হইলে বাটীর কর্ম্মকারের অনুপস্থিতে, অন্য এক জন কর্ম্মকার আসিয়া সমস্ত অঙ্গার গুলি লইয়া গেলে বাটীর নিযুক্ত কর্ম্মকার তাহা শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া ঐ ব্যক্তির সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে কহিল, যে আপনার গৃহে অগ্নি লাগিয়া ভষ্মসাৎ হইলে অঙ্গার গুলি ত আমারই প্রাপ্য, তা আপনি অন্য কামারকে দিলেন কেন? ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি অতি লজ্জিত ভাবে তাহাকে কহিল, যে তুমি আর তাতে কিছু মনে করিওনা এবার যা হবার তা হলো, অন্য বার পুড়লে তোমারই আছে॥

৭২। কোন স্থানে অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, এমন কি এক ২ সময়ে বহুতর লোক হত ও আহত হইতেছে দেখিয়া সেনাপতি ভিষককে আদেশ করিলেন যে যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের অঙ্গে এল ( E ) এবং যাহারা হত হইয়াছে তাহাদের অঙ্গে ডি ( D ) চিহ্ন দিয়া সংখ্যা করিয়া আমার নিকট সংবাদ দিবা;—ভিষক তদনুযায়ী কার্য্য করিবার সময় ভুলক্রমে এক ব্যক্তিকে হত চেতন দেখিয়া তদঙ্গে ডি ( D ) চিহ্ন দিয়া আইসে অন্যান্য লোকেরা তাহাকে হত বিবেচনা পূর্ব্বক যখন বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কহিল, যে ওকি আমিত মরিনি আমি যে বেঁচে আছি, ইহা শুনিয়া ঐ লোকদিগের মধ্যে একজন কহিয়া উঠিল, কি, ডাক্তার সাহেব ওঁয়াকে মরা বলে দাগ দিয়েছে, উনি তাহার বলেন কিনা আমি বেঁচে আছি, ডাক্তার সাহেবের

কহে ওঁয়াম কিছু নাড়ি জ্ঞান বেশি ॥

৭৩। এক ব্যক্তি অপর এক জনের গাছ হইতে তেঁতুল পাড়িতেছে এমত সময় ঐ বৃক্ষের অধিকারী আসিয়া তাহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিল যে তোমার কি অন্যায় তুমি আমাকে না জানাইয়া আপনাপনি যে তেঁতুল পাড়িলে; ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি কিছু না বলিয়া, যে তেঁতুল গুলি পাড়িয়াছিল তৎসমুদয় কুড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় এই মাত্র কহিল, যে ভাই তুমি আর কিছু মনে করিওনা আমি বড় লজ্জা পেলেম, কেননা, আমার এ কর্ম্মটা ভাল হয়নি, এই বলিয়া তেঁতুল গুলি লইয়া গেল ॥

৭৪। কোন প্রসিদ্ধ দেবালয়ে একজন পূজারি অতিশয় মদ্যপানাশক্ত ছিলেন বলিয়া তাহার পূজার পালার সময়ে যে কোন ব্যক্তি ঐ দেবালয়ে বলিদান দিতে আসিত সে মুড়িটি পূজারিকে না দিয়া আপনি গ্রহণ করিত, ইহাতে তাহার পুত্র অতিশয় বিরক্ত হইয়া একদিন ঐ পূজারিকে কহিল যে আপনি থাকিতে একদিনও একটি মুড়ি রাখিতে পারেন না ইহারই বা কারণ কি? ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, যা হবার তা হয়েছে আজ হতে আর কার সাধ্য যে মুড়ি নিয়ে যায়, এই রূপ কহিলে পুত্র যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, পরে ঐ পূজারি ব্রাহ্মনের পালা উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি একটি পাঁটা বলিদিতে আসিয়া কহিল যে ঠাকুর মশাই কোথা গো এই পাঁঠাটি উৎসর্গ করিয়া বলি দিন। ইহা শুনিবামাত্র ঐ ব্রাহ্মণ অমনি কহিয়া উঠিল যে আজ জ্ঞান

টন্ টনে, আজ আর মুড়ি ছাড়বনা, অগে মুক্তিটি রাখ তবে পাঁঠাটি কাট ॥

৭৫। এক ব্যক্তির বাটীতে তদীয় গুরু ঠাকুর আসিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমৎকালে গৃহ স্বামীর কনিষ্ট ভ্রাতা মধুপান করিয়া টন্ টনে হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বিবিধ প্রকার কথা বার্ত্তার সময়ে বাতুলের ন্যায় দুই একটা কথা কহিবার উপক্রম করিলে তদীয় জ্যেষ্ট ভ্রাতা অমনি এই বলিয়া তাহাকে ক্ষান্ত করিলেন যে চুপ্ কর, একটু সিদ্ধি খেয়ে কি বলিতে কি বলছিস্ তাহার ঠিকনাই। এইরূপ দুই একবার তাহাকে বলিয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে তখন সে আর আপনাকে কোন মতে রক্ষা করিতে না পারিয়া তৎক্ষনাৎ বলিয়া উঠিল, যে ঠাকুর মশাই গো সিদ্ধিও নয় ফিদ্ধিও নয়, মায়ের প্রসাদ মদটি মেরে বসে আছি ।

৭৬। এক স্থানে কতকগুলি লোকে একত্রিত হইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছে, তন্মধ্যে একজন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল যে এখানে মসা কেমন, সে উত্তর করিল যে আমি চেকে দেখেনি, টক, কি মিষ্ট; তাহাতে সে কহিল আমি তা বলিনি, আমি বলি যে, এখানে মসার দৌরাত্ম্য কেমন; ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল, যে এ পর্য্যন্ত ত কারু মেয়ে ছেলে বার করে৷ নিয়ে যায় নি, তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া কহিল যে তা নয়, যদি এখানে মসার জুলুম কেমন, সে উত্তর করিল সে কারুর জমি ও কেড়ে নয়নি ও কাহাকে

জুতিল, বটে ২ তাই তাকে দেখ্ চনে তবে ভাই তিনি করে মরে ছেন ? সে বলিল, হিসাব করো দেখ না কেন, ইহাতে ও সন্তুষ্ট না হইয়া তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিল তবে তাহার কি হয়ে ছিল ? সে কহিল সর্পাঘাত, ইহাতে ঐ ব্যক্তি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করিল কোন খানে, সে চক্ষুর উপরিভাগ দেখাইবাতে, ঐ ব্যক্তি অমনি কহিয়া উঠিল, তবে আর একটু হলেইত চোক যেতো ॥

৭৯। কোন স্ত্রীলোক আপন পুত্রকে লইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিবার সময় এক দিবস তাহার ভ্রাতাকে কহিল দাদা ছেলেকে ডাক জিজ্ঞাসা কর দেখি, তদনুসারে তদীয় ভ্রাতা স্বীয় ভাগনেয়কে বড়ানে, শটকে, ইত্যাদি যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহাই ঐ বালকটি উত্তর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া অমনি উত্তর দিলে তম্মাতা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, স্বীয় ভ্রাতাকে সম্বোধন [illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] বাঁচবে তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন [illegible] থেকে বাঁচিয়া কিন্তু এরূপ উত্তর দিলে [illegible] বাঁচবে কি না বলিতে পারিনে ॥

৭৯। কোন বিচার কর্ত্তা বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন এমত কালে অন্য কর্ম্মচারি একজন স্বীয় চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে ঐ বিচার কর্ত্তা তৎপ্রতি ক্রোধ ভাবে তাকাইয়া কহিলেন যে তুমি কি জানন। যে এস্থানে ( বিচার স্থানে ) আমাদিগের টুপি ও তোমাদিগের পিনামা ব্যবহার নিষেধ, ইহা শুনিয়া ঐ কর্ম্মচারি উত্তর করিল যে আমি জানিতাম না যে আপনাদের মস্তক ও আমাদিগের

শা এক বরাবর ॥

৮০। এক জামাতা শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি কালে একদিবস ভোজন করিতেছে এমং সময় তস্য শাশুড়ি পরিবেশন করিতে আসিয়া কহিল যে জামাইত কিছুই খাননি দেখছি, সকলই ত পাতে পড়ে রয়েছে, তাহাতে সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল যে একটা মানুষ আর কয়টা পেট করিতে পারে ।।

৮১। এক গুরু আপন শিষ্যালয়ে যাইবার অগ্রে একটি গোপভৃত্য রাখিয়া, তাহাকে দুই চারিটে সাধুভাষা শিখাইয়া কহিলেন যে যখন আমি শিষ্য বাড়ী যাব তখন তুই এই প্রকারে কথা বার্ত্তা কহিবি যে তাহারা যেন তোকে গোয়ালা বলে ধর্ত্তে না পারে। দাস ও তাহাতে সম্মত হইয়া কহিল যে তাহাতে আর ভয় নাই, কিন্তু আপনি আমাকে সকলের কাছে সদ্গোপ বলে পরিচয় দেবেন, ঠাকুর মহাশয় কহিলেন তার জন্য আর তোর ভাবনা নাই, এই রূপ স্থির করিয়া উপদেশক উপদিষ্টার ভবনে গমন করিয়া দুই এক দিবস অবস্থিতি করিলে, ঐ গোপ্ গোবরের নাম ভুলিয়া উপদিষ্টার ভৃত্যের নিকটে আসিয়া কহিল, ওগো একটু গবর দাও, ইহা শুনিয়া আর ২ লোক জিজ্ঞাসা করিল হাঁরে তুই কি লোক, তখন সে নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, ঠাকুর মশাইগো এইবার ধরা পড়েম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বো? সে উত্তর করিল "আজ্ঞে "গবরে" ।

৮২। এক গুরুঠাকুর কোন শিষ্যালয়ে আসিয়া শিষ্যের নিকট মুক্তির এবং প্রভুনের নানা উপায় দেখাইয়া, শিষ্য

অগত্যা কহিলেন যে আপনি আর অত কি দেখাইতেছেন আমরা কি না জানি যে " স্বর্ব্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ " ইহাতে গুরু ( গরু ) একবারে ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন যে কি আমি, বে, এমনই কথা তুমি মুখে আন? ইহা শুনিয়া শিশ্য অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তবে কি বলিতে হইবেক? ইহাতে গুরু কহিলেন যে কথন কি লেখা পড়া শিকনি কবিতা বল্লিই কি অমনি হয়, শিশ্য নম্রভাবে কহিলেন যে তবে আপনি শুদ্ধ করিয়া বলুন; তথন গুরু মুখ ভঙ্গি করিয়া কহিলেন যে " সর্ব্বস্যাং গুরুরে দধিয়াৎ " ॥

৮৩। এক ব্যক্তি জল দেখিলে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইত জানিয়া অন্য একজন তাহারদ্বারে জল নিক্ষেপ করিয়া রাখিল পরে যখন তিনি স্বালয়ে গমন করিলেন তখন দেখিলেন যে তাঁহার গৃহদ্বারে কে জল ফেলিয়াছে, ইহাতে অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বারম্বার উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন আরে এখানে জল ফেল্লে কে? তাহাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত দেখিয়া কহিল যে অমন কচ্চ কেন ওকি জল, ওখানে যে আমি লক্ষ্মী করেছি । ইহা শুনিবামাত্র অমনি কহিলেন যে তবে ভাল, আমি বলি বুঝি কে জল ফেলেছে ॥

৮৪। কোন ধনীলোকের বাটিতে এক গণক আসিয়া উপস্থিত হইলে, অনেকেই তাহাকে আপন ২ হস্ত দেখাইলে, বাটীর কর্ত্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে গননা করিয়া দেখদেখি আমার মৃত্যু কোথায় হইবে, তাহাতে সে বিশেষ করিয়া গননা করিয়া কহিল যে আপনার মৃত্যু ৺ কাশী ধামে হইবেক।

ইহাতে কর্ত্তা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। কিছু কালপরে দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ কর্ত্তার কুবুদ্ধি হেতু একব্যক্তির প্রাণবধের অপরাধে অপরাধী হইয়ে তাঁহার ফাঁসি হইবার আদেশ হইল, তাহাতে তিনি গণককে ডাকাইয়া কহিলেন যে একি তুমি কি গননা করিলে; তচ্ছ্রবণে সে উত্তর করিল যে আমার গননা ঠিক হবে আপনার আপনাই কা[illegible] করেন, তা আমি কি করিব॥

৮৫। দুই ব্যক্তি পরস্পর একস্থানে একত্রিত হইলে একজন অপরের নিবাস জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল যে আমার নিবাস খোনাখালি [illegible] ঐ ব্যক্তি অন্যকে তাহার বাসস্থানের নাম জিজ্ঞাসু হইলে সে কহিল যে আমার নিবাস কোয়ালখালি বাড়ী, পরে ঐ ব্যক্তি অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি কাহার সন্তান সে উত্তর করিল কানাই জোট্‌ঠাকুরের এইরূপে অপর জন জিজ্ঞাসু হইলে উত্তর দিল যে ষট্‌ঠাকুরের ইহাতে যে ব্যক্তি প্রথমে এইসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল সে মনে ২ বিরক্ত হইয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া পূর্ব্বের জিজ্ঞাসানুসারে আপনার নাম দুর্গারাম বলিয়া ঐ অপর ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে অমনি কহিয়া উঠিল যে আমার নাম সীতা শিব॥

৮৬। এক মুসলমান কোন ভূম্যাধিকারির রাজস্ব দিতে নানা প্রকার আপত্য করায় ঐ ভূম্যধিকারির কর্ম্মচারিগন অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহাকে খিমানাদ্বারা প্রহার করিলেন সে আপনা আপনি এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা করিল, যে মারে ২ দশ ঘা জুতাই মারো অপমান ত আর করিতে পারে না॥

৮৭। বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তি কলিকাতায় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থিতি করিয়া থাকিলে অধিক দিন পর্য্যন্ত তদীয় বাটীর লোক তাহার কোন সমাচার না পাইয়া কেবলা মামু নামেক পুরাতন ভৃত্যকে তাহার নিকট পাঠাইলে ঐ ব্যক্তি অধিক দিবস পরে আপনার কিঙ্করের সাক্ষাৎলাভে অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে কেবলা মামু বাড়ির ত সব ভাল? তাহাতে সে উত্তর করিল, অয় সব ভাল আছে বটে ক্যাবল ঐ কেলে কুত্তাটা মর্‌ছে, । এঁ্যা আমার এতদিনের কুকুর কিসে মলো? সে কহিল ঘোড়ার মাস খেয়ে ওরে আমার ঘোড়া মরেছে নাকি? অয়, দানা বেগর কেম্‌নে বাঁচে? ক্যান. দানা পায়নি ক্যান? বুড়ির ছরাদ হলো কিসে। এঁ্যা কি বল্লি, তবে কি আমার মা নেই? অয় নাতির শোকে আর কয়দিন বাঁচতে পারে? বল্লি কি রে তবে আমার ছেলেও নেই? হঁ্যারে আমার ছেলের কি হয়েছিল? কি আবার হবে, মাইয়ের দুদ্ না পেলে কি আর ছোট ছাওলে বাঁচতে পারে? এ আবার কি বল্লি তবে কি আমার আর কেউ নেই, স্ত্রী ও গেল, ওরে তার আবার কি হয়েছিল? কি আর হবে, হবিষ্যি কত্তি ২ মারা গেল। ওরে হবিষ্যি আবার কার জন্যে? কার জন্যে আর বুড়া কত্তার জন্যে। ওরে তবে যে দেখ্‌ছি আমার সব গেছে, বাবাও নেই, অয়ঐপ্পুত্তির ভাইত আগে পথ দেখালে।

৮৮। কোন ভদ্রগ্রামে এক রুইদাস আপন ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলে, লোকে জিজ্ঞাসা করে এখন কি কর তাহাতে সে উত্তর দেয় যে কেন এখন তিকিচ্ছে করো

থাই, একদা কোন লোকের বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়া রোগীর নাড়ি ধরিয়া কহিল যে আজ বেশ আছে, নাড়ি অমনি টুন ২ করছে. আজ আর রস নয় আজ একেবারে মাছের ঝোল ভাত খেতে পারে ॥

৮৯। এক গৃহস্থের বাটীতে কোন বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে মহা-সমারোহোপস্থিত হইয়াছিল; গুরু পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আসন পৃথক ২ স্থানে দেওয়া হইয়াছিল, ইতি মধ্যে গুরু ঠাকুর পুরোহিতের আসনে উপবিষ্ট হইলে পুরোহিত কহিলেন যে ঈমাগনং কেন ক্রান্তে, গুরু তাহা শুনিয়া কি করেন (বাস্তবিক প্রথম উকার শূন্য) অমনি বলিয়া উঠিলেন যে অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে; তাহাতে পুরোহিত গুরুর (গরুর) বিদ্যার পরিচয় পাইয়া কহিলেন যে এতাবতা কি মায়াতং, গুরু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অমনি উত্তর দিলেন যে আপঞ্চাতি বসা মৃতং ইহা শুনিয়া পুরোহিত মনে ২ করিলেন যে এরত দেখ্‌ছি উত্তর পূর্ব্ব কিছুই জ্ঞান নাই আমিই বা আর কি উত্তর দি ভাবিতে ২ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে যামিক কত্তাবৎ, গুরু তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে চন্দ্রার্ক্য গগনে যাবৎ ॥

৯০। কোন ব্যক্তি অতিশয় পানাসক্ত হইয়া আপনার দুহিতাকে তদ্য স্ত্রী ভ্রমে ধরিলে সে কহিল এখা ওকি আমি মা নই তাহাতে সে অমনি কহিয়া উঠিল যে তুমিই মোর মা।

৯১। এক ব্যক্তির বাটীতে তদীয়োপদেশক আইলে ঐ ব্যক্তি অতি ভক্তিভাবে এক বহুগুনাতে জল পরিপূর্ণ করিয়া তদুপরি

কতিপয় লোম ভাবাইয়া রাখিয়া স্বীয় গুরুদেবকে ঐ জলে পদ ধৌত করিতে দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে বারিতে কি ভাসিতেছে ? তাহাতে ঐ ব্যক্তি কহিয়া উঠিল যে ঠাকুর মহাশয় আপনি কি জানেননা যে অমৃতং বাল ভাবিতং ॥

৯২। বীরনগর (উলা) নিবাসী বিখ্যাত বদান্য মুস্তফি মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ শিরোমণি মুস্তফি মহাশয় স্থানান্তর হইতে স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বহুলোককে দানাদি করিতেছেন জানিতে পারিয়া কোন দুঃখী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকট কিছু যাচঞা করিবার মানসে আপন আত্মীয় জনেকে কহিল যে আমাকে প্রাগুক্ত বাবুর নিকটে লইয়া যাইতে পার, তাহাতে সে ব্যক্তি সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার না ঐ বাবুর পিতার সহিত আলাপ ছিল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিল হাঁ ছিল, তাহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল যে কি রূপ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিল যে তাঁহাকে আমি দাদা ২ বলিতাম, ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি কহিল যে তবে তাঁহার নিকট গিয়া কহিও যে ভাইপো আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কত্তে এয়েছি, এই রূপ স্থির করিয়া গমন করিলে বাবুর সভায় নানা প্রকার লোক উপবিষ্ট আছে দেখিয়া সমুদয় ভুলিয়া তথায় যাইয়া কহিল যে ভাইপো আমি তোমার নফর তাহাতে মুস্তফি বাবু অতি বিনীত বচনে তাঁহাকে স্তুতি করিয়া কহিলেন যে অমন কথা কি বলতে আছে আপনি হলেন আমাদের মাথার মণি, তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়া কহিলেন সে কথাটা কি ভাল হয় নাই, তাহাতে ঐ বাবু কহিলেন যে ভাল আর কি প্রকারে হইল, ইহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপ-

নার পুর্ব্বের কথা সংশোধন করিবার মানসে অমনি বলিয়া উঠিল, যে তবে আমার মুখে দুটো লাথি মার ॥

৯৩। কোন ধনী লোক স্বীয়োপদেশকের বাটীতে প্রসাদ ভক্ষনান্তে স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ক্লান্তি হেতু একটি পা গুটাইয়া তদীয় ভৃত্যকে পদসেবা করিতে আদেশ করিলে তাঁহার কিঙ্কর প্রভুর একটি পদসেবা অন্তে অপরটি অন্বেষন করিয়া না পাইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় আপনার আর একটি পা ত, পাইনা, তাহাতে প্রভু উত্তর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া কহিলেন যে তবে বুঝি ঠাকুর মহাশয়ের বাটিতে রাখিয়া আসিয়াছি সেখান হইতে তত্ব করিয়া আন দেখি? তাহাতে ঐ ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উপদেশকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রভুর পদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে গুরুজী উত্তর করিলেন যে বাপু তোমার প্রভুর পাত এখানে নাই, থাকিলে কি আর আমি নিশ্চিন্ত থাকিতাম; তখনই নিদেন স্কন্ধে করিয়া দিয়া আসিতাম ॥

৯৪। কোন ভদ্রলোক একসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে গিয়া নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে ২ দিনাবসান হইলে তথাহইতে বিদায় লইয়া প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিলে বাটীর কর্ত্তা তাঁহাকে শিষ্টাচার পুরঃসর মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা যাইতে নিবারণ করিলে, তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ যাইবার বিশেষ প্রয়োজন দর্শাইলে, প্রসংসিত সম্ভ্রান্ত জন কহিলেন যে যদি নিতান্তই থাকিবেনা তবে এই অন্ধকার রাত্রিতে নিদেন একটা বাতি লইয়া গেলে ভাল হয়না? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন

যে যখন আপনার এখানে আসা হয়েছে তখন জেনেছি যে " বাতি " না নিয়ে আর যাবার যো নাই ।।

৯৫। কোন ব্যক্তি এক রাজভবনের নিকটে প্রস্রাব করিতেছে দেখিয়া রাজা তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে তুমি ও মুখে প্রস্রাব করিওনা, তাহাতে সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তবে আমি কোন মুখে মূত্র ত্যাগ করিব, তাহাতে ভূপালের জনৈক অমাত্য তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল যে তুমি আর কোন মুখে প্রস্রাব না করিয়া রাজা বাহাদুর যে মুখে বলেন ঐ মুখে মূত্র ত্যাগ কর ।।

৯৬। কএক তোষামোদক আপনাপন প্রভুর বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে ২ এক জন কহিল যে আমার বাবুর বুদ্ধি অতিসূক্ষ্ম দ্বিতীয় জন কহিল যে আমাদের কর্ত্তার বুদ্ধির চিক্কনতা বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কেশাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয়না, তচ্ছ্রবণে তৃতীয় ব্যক্তি কহিল যে ও আবার কি বল্‌ছ আমাদের প্রভুর বুদ্ধির যে রূপ কৌশল দেখিতে পাই তাহাতে বিবেচনা করি যে কেশের কথা তুমি বল্লে তাহাকে অনেক ভাগ করিলে তাহার একাংশ হইতেও চিক্কন, এই সকল শ্রবণ করিয়া চতুর্থ জন আর থাকিতে না পারিয়া অমনি বলিল যে আমাদের বাবু বুদ্ধি এমনই সূক্ষ্ম যে আছে কি নেই ।।

৯৭। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা প্রকার কথোপকথন প্রসঙ্গে, কেহ এই রূপ, অন্য অন্য রূপ আয়োজন করিলে ভাল হয় বলিতেছিলেন ইহা শুনিয়া কোন রাজোপাধি

বিশিষ্ট মহালোক যাহার মাতৃ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল, কহিলেন যে আমার মাতার শ্রাদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছিল সেই তালিকা দৃষ্টে উদ্যোগ করিলেই হইতে পারে। তাহাতে ঐ ভদ্র ব্যক্তি অতি ভদ্রভাবে কহিলেন যে মহাশয় এত আমার মাতৃশ্রাদ্ধ নহে যে আপনার মাতার শ্রাদ্ধের তালি-কাটি লইব এ আমার পিতার শ্রাদ্ধ অতএব আপনার পিতার আদ্যকৃত্যের ব্যয়ের তালিকাটি দিলে ভাল হয়॥

২৮শ। একদা কমলাসন ব্রহ্মা স্বীয় অমাত্য বৃন্দদ্বারা পরিবে-ষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে পাঁচটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতেছে; বিরিঞ্চি প্রথমতঃ তাহাদিগকে দেখিয়া মনে ২ করিলেন যে কলিতে আবার পঞ্চ পাণ্ডব সহ দ্রৌপদী কি প্রকারে উপস্থিত হইল, পরে তাহারা তাঁহার সন্নিকটস্থ হইলে তাহাদিগের প্রত্যেকের ভিন্ন ২ আকৃতি দর্শনে তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হইল ও তাহারা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া চরণ বন্দনাদি করিলে সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের প্রধান ব্যক্তি এই আবেদন করিল যে প্রভো আমি বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া অন্যায় বিচারাদি করিলে যেন কেহ আমাকে নিন্দা না করে এমন একটি পদ আমাকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয় তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা অনুজ্ঞা করিলেন যে তুমি ছোট আদালতের বিচারপতি হইও। দ্বিতীয় জন প্রার্থনা করিল যে আমি লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিলে আমার প্রতি কেহ দোষারোপ করিতে

না পারে, তাহাতে তিনি আদেশ করিলেন যে তুমি নীলকর হও। তৃতীয় পুরুষ যাজ্ঞা করিল যে আমি নানা প্রকার নর হত্যা করিলে আমাকে যেন দণ্ডবিধির ব্যবস্থানুসারে দণ্ডনীয় না হইতে হয়, তচ্ছ্রবণে সৃষ্টিকর্ত্তার এই আদেশ হইল যে তুমি হাতুড়িয়া কপিরাজ ( কবিরাজ ) হইতে পার। চতুর্থ নিবেদন করিল যে আমার আর কিছু চাহিবার নাই কেবল এই মিনতি যে আমি স্বর্ণ, রৌপ্যাদি চুরি করিলে আমাকে যেন কেহ চোরাপরাধ না দেয়, তাহাতে তৎপ্রতি অনুজ্ঞা হইল যে তবে তুমি স্বর্ণকার হইও। পঞ্চম ব্যক্তি আবেদন করিল যে আমি অনৃত বাক্যাদি ব্যবহার করিয়া নানা কার্য্য করত এবং অন্যকেও মিথ্যা কথা কহিতে শওয়াইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, তাহাতে আমাকে কেহ মিথ্যুক বা প্রবঞ্চক না বলে, ইহা শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি উত্তর করিলেন যে তবে তুমি অভিযোগি কার্য্য পরিচালন করিবার ভার গ্রহন করিলে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক। অবশেষে স্ত্রীলোকটি নিকটস্থ হইয়া স্তব করিয়া কহিল যে দেব আপনিত আমাদিগের সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এক্ষণে আমার নিবেদন যে আমাকে এই ভিক্ষা দেন যেন আমি সহস্রাপরাধ করিলেও আমাকে কেহ দুশ্চরিত্রা বলিয়া অখ্যাতি করিতে না পারে, পদ্মযোনি ইহা শ্রবণান্তে কিয়ৎক্ষণ পরে অনুমতি করিলেন যে তুমি বৈষ্ণবী হইও তচ্ছ্রবণে পঞ্চজন ও তাহাদের সঙ্গি স্ত্রীলোকটি আপনাপন কার্য্য সিদ্ধ হেতু নির্ভয় চিত্ত তথা হইতে অপসৃত হইয়া স্বকার্য্য তৎপর হইল ॥

৯৯। কোন স্থানে এক ব্যক্তি এপ্রকার বায় কুণ্ঠ ছিল যে প্রাতঃকালে কেহ তাহার নামোচ্চারণ করিতনা ও কেহ তাহার বাটীর নিকট দিয়া এই আশঙ্কায় যাইতনা যে পাছে তাহার মুখ দেখিতে হয়; দৈব ঘটনাক্রমে এক দিবস তাহার ভবনের নিকট দিয়া ঐ দেশের সম্রাট কোন কার্য্য বশতঃ যাইতে২ তাহার মুখাবলোকন করিয়া এককালে তাহাকে বধ করিতে আদেশ করিলে তৎসঙ্গিলোক আসিয়া ঐ নির্দ্দোষীকে ধৃত করিয়া যখন বধ ভূমিতে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল তখন সে আর নীরব থাকিতে না পারিয়া কহিল যে হে রাজন আমার কি অপরাধে আমার জীবন দণ্ড করিতে আজ্ঞা করিলেন, মারিবার অগ্রে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, সম্রাট তচ্ছ্রবণে রুষ্ট হইয়া কহিলেন যে জানিসনে তোর মুখ দেখ্‌লে সে দিন আর অন্ন হয়না, সেই জন্যই তোর প্রাণ বধ করিতে অনুজ্ঞা করেছি, তাহাতে সেই ব্যক্তি উত্তর করিল যে আমার মুখ দেখলে না হয় আপনার একবেলা ভোজনের কিছু বিঘ্ন হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন দিকি যে আপনার মুখ দেখে আমার প্রাণ যায় ইহাতে কে অধিক দোষী, তচ্ছ্রবনে নৃপতি অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন ॥

১০০। কোন ভদ্রলোকের বাটীতে তদীয় পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে আয়োজন দেখিয়া তস্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি শিশু সন্তান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবা আজ আমাদের বাড়ীতে কিগা, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আজ আমার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ,

তচ্ছ্রবণে ঐ বালকটি কহিল যে হাঁ বাবা কোন চৌদ্দপুরুষ? আমরা যে চৌদ্দপুরুষের মুখে হাগি ॥

১০১। কোন ব্যক্তি বিমাতার আদ্যকৃত্যোপলক্ষে আত্মীয়স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া যথা নিয়মানুসারে কোন লোককে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন যে আগামী অমুক দিবসে আমার সৎমার আদ্য শ্রাদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় ভবনে পদধূলি দিয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলে যথেষ্ট উপকৃত হইব, ইহা শুনিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কহিলেন যে তবে আপনার সৎমাটি গেলেন, এখন বুঝি অসৎমাটি রহিলেন ॥

১০২। কোন সম্ভ্রান্ত লোক তদ্রূপ আর এক ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে গমন করিয়া তদ্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া যথা রীত্যানুসারে ভৃত্যদ্বারা আপনার নাম লিখিয়া পাঠাইলে, উক্ত ব্যক্তি তদীয় দাসীকে আদেশ করিলেন, যে বল আমি গৃহে নাই ইহা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া ফিরিয়া আইলেন। কিয়দ্দিবস পরে ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ করিতে আইলে তিনি স্বয়ং বলিলেন যে "আমি গৃহে নাই" তাহাতে প্রোক্ত ব্যক্তি কহিল যে তুমিত রহিয়াছ, তিনি কহিলেন দেখ সে দিন আমি তোমার দাসীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আজি আমি স্বয়ং বলিতেছি ইহাতে কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? ॥

১০৩। এক ব্যক্তি অন্যের ভবনে গিয়া তাঁহাকে কোন

কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া রহস্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে চৌদ্দপুরুষ কি কচ্ছেন, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে কি আর করিব হাবলে ২ ও খাচ্ছি ॥

১০৪। দুই ব্যক্তি পরস্পর কোন বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতেপারিতেছে না ইহাতে একজন আপন শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য অন্যকে তর্ক হইতে ক্ষান্তকরিবার মানসে ঘৃণাচ্ছলে রহস্য করিয়া কহিল অর দেরনি, ভারিত তার্কিক আর তর্ক করিতে হবেনা, তাহাতে সে কহিল যে তর্ক করিবার আমার যে নৈপুন্য ও কৌশল আছে তাহাদের উপর তোমার কোন অধিকার নাই, ইহা শুনিয়া সে উপহাস্য করিয়া কহিল যে সত্য বটে তোমার ঐ গুণ থাকলেত ॥

১০৫। এক সম্প্রদায় যাত্রার কতিপয় লোক কোন গ্রাম দিয়া আসিতে ২ এক মুদির বিপনিতে উপনীত হইলে মুদি তাহাদিগকে কে কি সং সাজে তাহা একে ২ জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কহিল আমি কৃষ্ণ সাজি, অপর ব্যক্তি কহিল আমি মুনি সাজি, তৃতীয় উত্তর করিল আমি দূতি সাজি, এইং রূপ পরস্পরের বলা হইলে চতুর্থ ব্যক্তি সে ঐ দলের ভাণ্ডারি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অমনি বলিয়া উঠিল ওগো মুদির পো, মুইও সেজে থাকি তাহাতে মুদি জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি আবার কি সেজে থাক, সে উত্তরকরিল যে কেন আমি প্রায় সেজেই পড়ে্য থাকি, কেবল মধ্যে ২ তামাক সাজি ॥

১০৬। দুই ব্যক্তি পরস্পরে সখ্যভাবে কথোপকথন করিতে ২ তন্মধ্যে একজন অন্যকে কহিল যে তোমাতে আর গরুতে বিস্তর অন্তর নাই, তাহাতে অপর ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আপনার স্থান হইতে ঐ ব্যক্তির দূরত্ব পরিমাণ করিয়া কহিল যে এক হাত বই নয়।।

১০৭। কোন এক সদ্গোপের জামাতা আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে ও মধ্যে ২ দুই একটি সাধুভাষা প্রয়োগ পূর্ব্বক, ভাতকে অন্ন, তরকারিকে ব্যঞ্জন, মাছকে মৎস্য দুধকে দুগ্ধ, দইকে দধি কহিতেছে এমৎকালে তচ্ছ্বশুরের কোন আত্মীয় কুটুম্ব তাহাকে দেখিতে আইলে ঐ সকল শব্দগুলি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া বলিল যে জামাইটিত বেশ কেমন ভদ্দর ( ভদ্র ) কথা কহিতেছে ঠিক যেন বামুন কায়েতের ঘরের ছেলে তচ্ছ্রবনে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অমনি বলিল যে ওকি আমি কেবল এই কটা কথা বলেছি বইত নয় তাতেই এই, তবু এখনও ঘিকে ঘ্রত ( ঘৃত ) ও গড়ুকে ( গরুকে ) গেরু বলিনি ।।

১০৮। কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর বাটীতে এক ব্যক্তি গিয়া দেখিল যে ঐ বাবুর সন্ধ্যা করিবার স্থানে একযোড়া চীন দেশীয় বিনামা রহিয়াছে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল যে একি সে কহিল কহিল জানেন না, এ বাবুর সন্ধ্যা করিবার বিনামা তচ্ছ্রবণে ঐ ব্যক্তি কহিলেন যে তবে বাবুর জলখাবার বিনামা কই।।

১০৯। কার্পাস সূত্র বিক্রয় করা পূর্ব্বে এ দেশের স্ত্রীলোক

মধ্যে প্রায়ই ব্যবহার ছিল ; একদা এক তন্তুবায় কোন গৃহস্থের বাটীতে সূত্র ক্রয় করিতে আইলে গৃহস্বামী তস্য ভগিনীর সূত্র বিক্রয় স্থানে না যাইয়া অন্তর হইতে সমুদায় কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তচ্ছনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে কি হইতেছিল, তাহাতে সে উত্তর করিল যে সূতা বিক্রয় করিতে ছিলাম, ইহা শুনিয়া তাহার ভ্রাতা কহিল, সূতারত এক খাইও পেলেমনা, কেবল নেওয়া দেওয়া হচ্ছিল শুনিলাম।

১১০। এক ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ নেত্রকাচ (চসমা) ব্যবহার করিত এমনকি রাত্রিতেও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতনা তাহাতে অন্য কোন জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে ভাই তুমি রাত্রিতে নেত্রকাচ কিজন্য ব্যবহার করিয়া থাক তখনত আর কিছু দেখিবার নেই তাহাতে সে উত্তর করিল যে আছে বইকি যদি স্বপ্ন দেখি॥

১১১। কোন ভদ্র লোকের বাটীতে একব্যক্তি বিনামা বিক্রয় করিতে আইলে অনেকেই তাহা ক্রয় করিল কেবল একটি নির্ব্বোধ লোক তাহা ক্রয় না করিয়া তৎপরদিবস স্থানান্তর হইতে তদ্রূপ বিনামা একই মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া সেই ভদ্রলোকের ভবনে তাহার এক পাট দেখাইতে আসিয়া কহিল যে দেখ আমি কেমন সেই মূল্যে এই বিনামা কিনিয়া আনিয়াছি তচ্ছ্রবণে কোন ব্যক্তি কহিল যে আমরাও ত ঘরে বসে৷ ঐ মূল্যে ক্রয় করিয়াছি, তাহাতে সে উত্তর করিল একখানি কি দুখান যে।।

১১২। বীর নগর (উলা) নিবাসি যশোরাশি মুস্তফি বংশো-

ন্ধুব কোন ভূম্যাধিকারির জনৈক ভৃত্য একদিবস মানকচু আনিতেছে দেখিয়া তাহার প্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মানকচু কি হইবে, সে উত্তর করিল কেন আপনিত প্রত্যহই ইহা খাইয়া থাকেন, তচ্ছ্রবণে তিনি কহিলেন যে এই জন্যই বুঝি গলা কুট ২ করে; ওরে শীঘ্র ডাবর দে এই বলিয়া হ্যাক ২ করিয়া বমন করিতে লাগিলেন ॥

১১৩। এক ব্যক্তি আপন বৈবাহিকের সহিত সদালাপ করিতে ২ আপনার অবস্থার উন্নতির বিষয় বর্ণনা করিবার সময়ে আর ২ বিষয়োপলক্ষে কথাবার্ত্তার উল্লেখে আপন হাত চুলকাইতে ২ কহিল যে বৈবাহিক মহাশয় আপনকার জামাতার কল্যাণে আমার আর ঘি দুধের অভাব নাই তাহা শুনিয়া ঐ বৈবাহিক উত্তর করিল যে বেশ তা এক আঁচড়েই বোঝা গেছে, অর্থাৎ তিনি যখন হাত চুলকাইতেছিলেন তখন তাহাতে খড়ি উড়িতেছিল ॥

১১৪। এক ব্যক্তি সতরঞ্চ খেলায় অতিশয় আশক্ত ছিল এমন কি স্থানান্তর যাইতে হইলে সেই খেলার উপকরণাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত; একদা কোন স্থানে খেলারম্ভ হইলে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক ক্রীড়ায় মগ্ন হইলে তাহার আত্মীয় লোক তাহাকে আসিয়া বলিল যে ওগো তুমি এখানে খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছ তোমার ছেলেকে যে সাপে কামড়েছে, তাহাতে তিনি খেলিতে ২ বলিলেন ছেলেকে, সাপে কামড়েছে, কিস্তি, এই কথা শ্রুতি গোচর হইবামাত্র যে লোকটি তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল সে

অন্য কিছু না বলিয়া পুনর্ব্বার এইমাত্র কহিল যে আমি যে তোমাকে কি বল্লেম তা বুঝি শুনলেনা, পোড়া খেলায় মত্ত হয়ে একেবারে সব ভুলে গেলে; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে কি বলছিলে বল দেখি, তচ্ছ্রবণে সেই ব্যক্তি কহিল যে বলিব আর কি মাথা না মুণ্ডু, তুমি শুনেও যে শোননা, বলি তোমার ছেলেকে যে সাপে কামড়েছে, তাহাতে তিনি অম্লান বদনে কহিলেন যে কার সাপ ?

১১৫। এক মদ্য পায়ীর পিতা পুত্রকে পানাসক্ত দেখিলে প্রায়ই তাহাকে তিরস্কার করিতেন, মত্ত সন্তানও স্বীয় দোষ জানিয়া অগত্যা পিতৃ বাক্য সহ্য করিয়া থাকিত একদা তস্য জনক পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলে সন্তান বলিল যে বাবা, তুমি একবার মাত্র সুরা পান করিলেই আমি আর খাইবনা, পিতা কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং এক পাত্র আনিয়া পান করিবা মাত্র উন্মত্ত হইয়া বলিলেন যে বাপু তুমি মদ ত্যাগ কর, কিন্তু আমিত আর কখনই ত্যাগ করিতে পারিবনা ॥

১১৬। নিকটস্থ কোন গ্রামে এক স্ত্রীলোকের স্বামী বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা অবগত হইয়া তাহার গুরু তাহার স্ত্রীকে উপদেশ দিতে আসিয়া কহিল যে তোমার বাটীর নিকটস্থ ঐ কদলী উদ্যানই বোধ হয় মন্ত্র দিবার উত্তম স্থান, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোক কি করে গুরু আজ্ঞা অবহেলা করা অনুচিত বিবেচনায় অগত্যা মৌনাবলম্বন করিলে, গুরু তাহা মৌনং সম্মতি লক্ষণং বিবেচনা করিল, কিন্তু ঐ মহিলা

অতি সাধ্বী ছিলেন, তিনি ইত্যবকাশে আপন স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণের দিনে তাঁহাকে অবশ্য ২ আসিতে পত্র লিখিলেন তাহাতে ঐ ব্যক্তি এক যষ্টি হস্তে আসিয়া পূর্ব্বলিখিত কদলী উদ্যানের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে গুরু ঠাকুর আসিয়া ঐ স্ত্রীলোককে দীক্ষাচ্ছলে কহিতে লাগিল "ইদং কদলী বনং বৃন্দাবনং ভাবয়েৎ। ত্বং রাধিকাং ভাবয়েৎ মাং কৃষ্ণং ভাবয়েৎ ইহা শ্রবণমাত্র তৎপতি আপনার যষ্টি দেখাইয়া অমনি কহিলেন, যে, ইদং দণ্ডং যমদণ্ডং ভাবয়েৎ তচ্ছ্রবনে (গুরু) গুরু লাঙ্গুল উত্থিত করিয়া পলাইল॥

১১৭। এক চক্ষু অন্ধ কোন ধনী লোকের নিকট বারইয়ারির পাণ্ডারা কিছু যাচ্ঞা করিতে আইলে বাবু কহিয়া উঠিলেন যে আমি কোন বাজে খরচে অপব্যয় করিনা, তাহাতে তাহারা কহিল যে আমরা যদি আপনার বাজে খরচ দেখাইয়া দিতে পারি তাহাহইলে আপনি আমাদিগকে কিছু দিবেনত, তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইলে তাহারা কহিল যে আপনি এক চক্ষে মাত্র দেখিতে পান, তবে দুই চক্ষে নেত্রকাচ (চসমা) দিয়া অপব্যয় করেন কেন॥

১১৮। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষীকান্ত বিশ্বাষ একদিবস দুর্গাচরণ পিতুড়ির বাটীতে বসিয়া তৎসঙ্গে নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমৎকালে ঐ পিতুড়ি মহাশয় বিশ্বাষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে লক্ষীকান্ত আমরা জানি যে কায়স্থের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত প্রভৃতিরাই কায়স্থ, বিশ্বাষ, কিশ্বাষ আবার কেমন কায়স্থ, তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন

যে আমরাও শুনেছি, ব্রাহ্মণের মধ্যে বাঁড়ুয্যে, চাটুয্যে, মুখুয্যে, ছাড়া, যেমন পিতুড়ি, কিতুড়ি ॥

১১৯। এক ব্যক্তির বাটীতে ৺ দুর্গোৎসবোপলক্ষে তিনি তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া লোক নিমন্ত্রণ করিতে কহিলেন যে আমি ৺ ভগবতীর পাদপদ্মে গঙ্গাজল বিল্বদল দিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে পদধূলি দেন, কিন্তু তৎপুত্র তাহা ভুলিয়া লোক-দিগকে এইমাত্র বলিয়া নিমন্ত্রণ করিল যে আমার পিতা মহাশয় ৺ ভগবতী পদে গঙ্গাজল বিল্বদল দিবেন আপনারা গিয়া পদধূলি দিবেন ॥

১২০। কোন ব্যক্তির স্ত্রী তস্য স্বামীর ভগিনিকে পরিবেশন করিতে তাহার পাতে অন্নাভাব দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরঝি ভাতার (ভাত আর) দিব, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন অধিক থাকে দাও ॥

১২১। কৃষ্ণহরি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য স্থানান্তর গমন করিলে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক অধ্যাপকের আলয়ে রাত্রিতে অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু সেই রজনীতে ঐ অধ্যাপকের জামাতা ঐ বাটীতে থাকিবাতে অগত্যা অধ্যাপক ও তদ্যাতিথিকে গৃহের বাহিরে শয়ন করিতে হইল। জামাতা ও কন্যাটি গৃহের মধ্যে থাকিল, কিন্তু কন্যাটী প্রাপ্তবয়স্কা না হইবাতে এক একবার যখন রোদন করিতে ছিল, সেই সময়ে অধ্যাপক ঐ রসিক শিরোমণিকে কহিলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড় কি গ্রীষ্ম হইতেছে? একখান পাখা কি দিব, কিন্তু ঐ

তুই বিধবা হতে পারে তাহা শ্রুতিগোচর হইবার মাত্র ঐ পুত্র ব্রাহ্মণ অমনি বলিয়া উঠিল যে অগে আমি থাকিতে তুই কেমন করে বিধবা হলি ॥

১৫৫। একদা কোন এক ধনী লোক শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে বাহির হইবার আদেশ দিলে তদীয় শকট পরিচালক কৃষ্ণ বর্ণের অশ্বদ্বয় ঐ বর্ণের এক খানি শকটে যোজনা করিল বাবুও স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এবং কালা বুটি ওয়ালা এক খানি শালের রুমাল গাত্রে দিয়া একটি কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে তদুপরি আরোহন করিয়া যাইতে লাগিলেন ইতিমধ্যে পথিমধ্যে তদীয়ালাপী কোন লোক তাহা দেখিয়া উক্ত বাবুকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল যে কি মহাশয় আজ যে বড় ছক্কস মেরে যাচ্ছেন, তাহাতে ঐ বাবু কহিলেন যে ছোট মুখে বড় কথা মারত গোলামকে তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল যে হাঁ বিবিদিগা মেরে নিতে পারেন ॥

১৫৬। কোন সম্রাটের নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে প্রথম ব্যক্তি কহিল যে দ্বিতীয় জন যাহা গল্প করিবেক, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব ইহাতে সম্রাট কৌতুহল বিশিষ্ট হইয়া উভয়ের পরিক্ষার্থে তাহাদিগকে আগামী কল্য আসিতে আদেশ করিলে প্রথম ব্যক্তি সম্রাট সদনে সমাগত হইয়া কহিল যে মহারাজ, আমি একদা পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম এমৎকালে একটি বলদ পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া যাইতেছিল ইতিমধ্যে বারিবর্ষণ

হইতে লাগিল, এমনকি তাহাতে দগ্ধ হইয়াছেন. ইহা শ্রবণ করিয়া ভূপাল মনে মনে কতখানিই চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; পরদিন দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিলে নৃপতি তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলে সে কহিল যে মহারাজ ঐ বলদের পৃষ্ঠে বাধাপি চুন বোঝাই ছিল বৃষ্টি পতিত হইলেই তাহা দগ্ধ হইয়াগেল ও বলদকেও দগ্ধ করিল ।

১৪৭ । ঐ ব্যক্তি অন্য একদিন সম্রাট সদনে উপস্থিত হইয়া কহিল যে মহারাজ আমি একদিবস মৃগয়ায় যাইয়া একটি পক্ষিপ্রতি যেমন বাণ নিক্ষেপ করিলাম দ্বিজ অমনি ভূমিতে পতিত হইবামাত্র দগ্ধ হইয়াগেল; ইহা শুনিয়া সম্রাট এক কালে অবাক হইয়া কিছু নিরূপণ করিতে পারিলেন না. পরদিবস দ্বিতীয় ব্যক্তিসমীপাগত হইলে তাহাকে সমস্ত ব্যাপার বিশেষ রূপে বিদিত করিলে সে কহিল যে ঐ বাণ ইস্পাতে নির্মিত এবং ঐ পক্ষী যেখানে পতিত হইয়াছিল সেখানে প্রস্তর ছিল সুতরাং ঐ বাণ পক্ষিকে বিদ্ধ করিয়া ভূমিতে আঘাত লাগিবাতে অগ্নি উৎপত্তি হইয়া বিহঙ্গের চিক্কণ পক্ষ স্পর্শ করিয়া দগ্ধ করিয়াছে ।

১৪৮ । ঐ ব্যক্তি আর একদিন ভূপতি সদনে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ, আমি একদিবস মৃগয়ায় গিয়া যেমন একটি হরিণকে তীরাঘাত করিলাম সেই তীরটি তাহার পদতলে লাগিয়া কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল ইহা শুনিয়া সম্রাট আশ্চর্য্য হইয়া কিছুই নিরূপণ করিতে

স্থান শূন্য হইয়াছেন

অনবধানতা দোষ

উপস্থিত হইয়া স্থলে

উঁহারা তাঁহার

অন্যান্য একটি থাইম (Thyme) নামক বৃক্ষের শাখা দিলে, তিনি কহিলেন যে আমি (Time) সময়

বিবাহ

কায়স্থ, বৈদ্যাদি

দিগের সকলেরই লুচি সন্দেশ বরাদ্দ হইয়াছে ইহাতে কোন বংশজ আপন মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন এ কি অন্যায়, যে স্থানে আপনার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় একজন গণনীয় লোক কার্য্যাধ্যক্ষ সেখানে এরূপ অবিচার কেন, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা কহিলেন যে কি অবিচারের কার্য্য হইয়াছে বল, শুদ্ধ শুনে, তিনি উত্তর করিলেন, যে যেস্থলে মহাশয়ের মত লোকের একাধিপত্য সেখানে কুলীন দিগের লুচি সন্দেশ, আর বংশজদের চিঁড়া দধির আয়োজন করিলেই ন্যায্য হইত ॥

১৬৭। কোন ভদ্রলোকের বাটিতে তাঁহার একটি আত্মীয় লোক আসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমত কালে ঐ গৃহীর একটি ক্ষুদ্র বালক আসিয়া তস্য পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা ও কে, তাহাতে তিনি কহিলেন যে উনি তোমার দাদা, বালক তাঁহাকে তদনুরূপ সম্ভাষণ করিবার উপক্রম করিলে ভদ্রলোক তাহাকে বলিলেন যে এক্ষণ থাক তোমার দাদা এটা দুই ভাইকে হাত তালি দিয়া দাদা বলিত, তাহা শুনিয়া ঐ শিশু অমনি বলিয়া উঠিল, যে তবে এক্ষণ বাবা বলি ॥

১৬৮। এক প্রতারক একটি ক্ষুদ্র পক্ষী করতলস্থ করিয়া এই অভিপ্রায়ে এক দেবতার নিকট গিয়া কহিল যে হে ভগবন এই বিহঙ্গমটি জীবিত কি মৃত যদি জীবিত বলেন তাহা হইলে তাহাকে টিপিয়া মৃত দেখাইবে আর যদি মৃত বলেন তাহলে জীবিত প্রমাণ করিবে, কিন্তু ভগবান ঐ ধূর্ত্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এই মন্ত্র বলিলেন যে তুমি যাহা বিবেচনা করিবে তাহাই হই

পারিয়া মহাশয় লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার অর্থ কি তাহাতে তাহারা উত্তর করিল যে পর দোষানুকে ও বোঝায় ॥

১৭৩। এক মোগল বহুমূল্যে একটি শুকপক্ষী ক্রয় করিবার সময় বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই বিহঙ্গটির কি এত মূল্য হইতে পারে তাহাতে ঐ পক্ষী বলিয়া উঠিল যে তাহাতে আর সন্দেহ কি, ক্রয়কর্ত্তা ইহা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বহুমূল্যে ঐ পক্ষী ক্রয় করিয়া লইয়া গেল; পরে সে যখন তাহাকে কোনকথা জিজ্ঞাসা করিত তখনই ঐ পাখি অমনি বলিত তাহাতে আর সন্দেহ কি; একদা ঐ মোগল শুককে নির্জ্জনে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে দেখছি তাহাতে আর সন্দেহ কি, ব্যতীত তুমি আর অন্য কোন কথাই শিক্ষা করনাই তবে আমি কি এত নির্ব্বোধ হইয়াছিলাম যে এতাধিক মূল্যে তোমাকে ক্রয় করিলাম, তাহাতেও ঐ পক্ষি বলিল যে তাহাতে আর সন্দেহ কি, ইহা শুনিয়া ঐ মোগল অন্তঃকরণে বাতুলের ন্যায় হইয়া পিঞ্জরটি উড়াইয়া দিল ॥

১৭৪। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কোন গ্রামে অনেক আগুরি বাস করে, তথায় কতকগুলি আগুরি একত্র হইয়া একটি যাত্রার দল করিল এবং তাহাদিগের পুরোহিতকে ঐ যাত্রায় হনু অর্থাৎ হনুমান সাজিতে অনুরোধ করায় পুরোহিত অগত্যা স্বীকৃত হইলেন; পরে এক বাটীতে যখন ঐ যাত্রা আরম্ভ হইল, শ্রীরামচন্দ্রের হনুমানকে ডাকিবার আবশ্যক হইল তখন ঐ আগুরি দিগের মধ্যে যে রাম সাজিয়াছিল সে রাগস্বরে এই বলিল

ডাকিতে লাগিল যেখানে পুরোহিত ঠাকুর থাছা হনুমান, ইহা শুনিয়া পুরোহিতের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিলনা, মনের অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, বাছিরে আগুরি গুয়েগোর বাটী প্রভু রঘুনাথ ॥

১৭৫। এক ব্যক্তির একটি ছাগীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, সে কোন দেবীর নামোচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিল, মা আমার এই ছাগীটি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে তোমাকে একশত মহিষ দিয়া পূজা দিব, পরে ছাগীটি শাবক প্রসব করিলে, দেবীর পূজা না দেওয়াতে দেবী ঐ ব্যক্তিকে স্বপ্ন দিলেন যে আমার পূজা দিলিনে, তাহাতে সে কহিল যে মা একটি ছাগীর জন্য একশত মহিষ দিতে পারিবনা, একশত পাঁঠা দিব, তাহা না দেওয়াতে পুনর্ব্বার স্বপ্ন হইল যে একশত পাঁঠা কই দিলি, তাহাতে সে কহিল যে মা একটি পাঁঠার জন্য একশত পাঁঠা দিতে পারিবনা, একশত হাঁস দিব, তাহা না দেওয়াতে পুনর্ব্বার স্বপ্ন হইলে সে কহিল যে মা একশত হাঁস দিয়া উঠিতে পারিলামনা; একশত কপোত দিব তাহা না দেওয়াতে স্বপ্ন হইলে সে বলিল যে মা একশত কপোত কোথায় পাব একলক্ষ ফড়িঙ্গ দিব, তাহাও না দেওয়াতে স্বপ্ন হইলে, সে অম্লান বদনে কহিল যে মা যদি এত অনুগ্রহ করিলেন তবে আপনি ধরিয়া খাইবেন ॥

১৭৬। এক অলস ব্যক্তি আপন পিতা বর্ত্তমানে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতনা, পরে তাহার জনকের লোকান্তর হইলে তদত্ত কিছু মুদ্রা পাইয়া তাহাতে কাচ পাত্র ক্রয় করিয়া সেই সকল একেবারে চেঙ্গারিতে রাখিয়া তৎকার প্রত্যাশে এক দিন

সিদ্ধ পাত্রে পূর্ণমান হইল, এবং সেই ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা-
হার গাছের নিকট রহিল, তথা বোধ হয় এক কালে কিছু সঙ্গতি হইয়া
অনেক ধনের চিন্তায় আপনাআপনি যে সকল কথা বলিয়াছিল,
নিকটস্থ কোন লোক সেসকল শুনিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই
যে এই ছাতু পাত্রাদি দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ হইবেক
পরে চতুর্গুণ হইবে যখন অপর্যাপ্ত অর্থ হইবেক তখন আর
কাড় বিক্রয় না করিয়া হিরা মুক্তার ব্যবসা আরম্ভ করিব,
এপ্রকারে ক্রমশঃ ধন সঞ্চয় করিয়া এক খানি উত্তম বাটী
ও তদুপযুক্ত আসবাবাদি ক্রয় করিয়া দাস দাসী নিযুক্ত করতঃ
ধনি কন্যার পাণি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব এবং আমার
এই ঐশ্বর্য্যাদির বিষয় বিজ্ঞ হইলে অবশ্যই তিনি আমাকে
স্বীয় কন্যা দানে স্বীকৃত হইবেন; পরে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন
হইলে আমি আমার স্ত্রীকে আলয়ে আনয়ন করিয়া তাহাকে
অন্তঃপুরে রাখিব এবং ইচ্ছামত তাহার সহিত আলাপনাদি
করিব; এই রূপে কিছু দিন গত হইলে যখন তাহার পরি
চারিকাগণ আসিয়া তাঁহার মনো বেদনার বিষয় আমাকে
জানাইবে তখন আমি তাহাদিগের কথায় কর্ণ পাত না করিয়া
আপন গৌরবে থাকিলে অগত্যা তাহার মাতা আপন কন্যাকে
আমার নিকট আনিবেক কন্যা ও আমার অনু রাগের পাত্রী
হইবারজন্য আমার স্বশয়নের পার্শ্বে আসিয়া আমার পদতলে পতি-
তিত হইলে তাহাকে এপ্রকারে পদাঘাত করিব যে সে দূরে পতিত
হইবে; দুর্ভাগ্য বশতঃ সে মনে২ যে রূপ চিন্তা করিতেছিল, সেরূপ
কার্য্য না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলনা, অবশেষে তাহার

থাকিতেন

এবং দেখিল যে নিকটে

পুরুষ একটি নবতা রমণী

গৃহে

সে তাহাকে কহিতে লাগিল

তুমি নাকি আমার দিদির কাছে

করে বলে

কত কথা কহিতে পারে আমি কি

ব্যাপী এই

ও রাত্রি দিন হইতেছে তোকে আর কি বলিব যদি সুপুত্র হয় অথচ কন্যাতো হয় না, ফলত তাহার গর্ভধারিণী অতি সুচরিত্রা, সুশীলা, সুভাষিণী ও সাধ্বী ছিলেন এজন্য সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিত ও তাঁহাকে ভাল বা মন্দ, যাহা হউক, উক্ত বিষয় বিচারাসনে নীত হইলে, ব্যবহার জীবি দ্বারা তাঁহার সাক্ষ্য লইবারসময় তিনি এই মাত্র উক্তি করিলেন যে যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বভাব মন্দ হয় তাহা হইলে তাহার প্রথম বয়সে হইবার সম্ভব, আমার কনিষ্ঠপুত্রের সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে কোন ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই আর অধিক কিছুই বলিলেননা, বিচার পতি উপরোক্ত সদুত্তর প্রাপ্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠতা ভূমি হেতু তদীয়া-ভিযোগ অগ্রাহ্য করত তাঁহাকে ভংসনা করিয়া বিদায় করিতে আজ্ঞা দিলেন ॥

১৯ । অধুনা জুরির কার্য্য করণার্থে, দোকানি, পসারি তাঁতী কর মুদি প্রভৃতি লোককে নিযুক্ত করার প্রথা হইয়াছে এক খুনি মকদ্দমাতে এক জন দোকানদার, জুরির কার্য্য সমাধা করিতে নিযুক্ত হইবায় জজ্ সাহেব সাক্ষ্য দিগকে প্রশ্ন করিয়া যখন জুরি দিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন তখন এক দোকানদার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অমনি জিজ্ঞাসা করিল যে যখন এই লোকের পেট চেরা হয় তখন সে জীবিত ছিল কি মরিয়া গিয়াছিল, ইহা শুনিয়া সমুদায় লোক হাস্য করিয়া আশ্য পরি পূর্ণ করিলে দোকানি ও অমনি অ-হইয়া রহিল ॥

২ । আজিকালি অনেকানেক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য উপাধি

হইবেন, তাহা শুনিয়া সে ব্যক্তির বায়ু নিঃসরণ হইয়াছিল সে আর থাকিতে না পারিয়া অগত্যা বলিয়া উঠিল যে আপনি পুলীদের বিচার কর্ত্তে বসেছেন তাতে বায়ু কর্ম্মের উপর এত তাহলে চল্‌বে কেন ?

২০। ৫। কতক গুলি লোক কোন ব্যক্তিকে সর্ব্বদা ২ বলিয়া থাকিতেন যে আপনি আমাদিগকে এক দিন কিছু খাওয়ান্ এই প্রকার বারম্বার কহিলে সে আর কি করে অগত্যা এ নিয়মে স্বীকৃত হইল যে আমি ত একে বারে আহার করাইতে পারিবনা ক্রমশঃ হইবেক, তাহাতে সকলে এক কালে সম্মত হইলে, সে তাহাদিগকে এক দিবস এই বলিয়া আহ্বান করিল যে আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অদ্য আমার ভবনে অধিষ্ঠান হইবেনন। কিন্তু কোন সময় ও কি কারণ তাহার কিছুই ব্যক্ত করিলানা. ইহাতে তদীয় লাপ্য লোকেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বেলাদ্বিপ্রহরের সময় তদ্ভবনে সমাগত হৈয়া দেখিলেন সে বসিবার জন্য বিছানা ও ধুম পানের ধুমধাম সমুদায় প্রস্তুত হৈয়াছে. ইহাতে যার পর নাই আনন্দিত হৈয়া পরস্পর কথোপ কথন করিতে লাগিলেন কিন্তু জানিতেননা যে পর্ব্বতের গর্ভের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র মূষিক মাত্র প্রসব হইবে. পরে বেলা দুই প্রহরের অধিক হইলে সকলে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বাটীর কর্ত্তাকে বলিলেন যে আর বিলম্ব কত, তাহাতে তিনি যেন কিছুই বুঝেননা, এপ্রকার ভাবে বলিলেন বিলম্ব কিসের জন্য এবং মাত্র তাহাদের মস্তকে বজ্রাঘাৎ পতিত হইবাতে পরস্পরে পরস্পরের দিগে তাকাইয়া রহিলেন এবং কোন কথা না বলিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

ইহা শুনিবামাত্র দ্বিজ এক কালে ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল যে তুই এইখানে আমরা কেন তুইত আর বিশ্বের কোনে রইল। কি বলি? ফলাহার, তা বেশ, তবে কোন প্রকারের ফলাহার, তা শুনিব, তাহাতে সে জিজ্ঞাসা করিল যে ফলাহার আবার কোন প্রকারের, তাত কিছু জানিনে, তুমি বল দেখিশুনি। দ্বিজ কহিল তবে শোন॥

॥ উত্তম ফলাহার ॥

ছানা চিনি সর ভাজা বাতাসি সন্দেশ।
খাজার কচুরি লুচি ভরক বিশেষ॥
খাজা গজা সরপুরি পাপর প্রচুর।
ছানা-বড়া নিখুতি কস্তুরা মতিচুর॥
ক্ষীরেলা ক্ষীরমোহন সুধা দধি ক্ষীর।
চম চম শিশিরশক্তি শীতল নীর॥

এইরূপ হলে বলি ফলাহার উত্তম। ইহা হতে ন্যূন যে সে [illegible]

॥ মধ্যম ফলাহার ॥

চিনির মুড়কি সরু চিড়া খাসা দধি।
বর্তমান রম্ভা সুখির নাহি অবধি॥
রসগোল্লা আদি মিষ্ট কতক প্রকার।
এই রূপ হলে হয় মধ্যম ফলার॥
ইহা হতে যে ফলার অপকৃষ্ট হয়।
অধম বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয়॥

॥ অধম ফলাহার ॥

গুমো চিড়া ধেনে মুড়কি আর গুড় চিটা।

খোড়া মরা তার ধরলো নষ্টেছিটা ॥
টকভরে ভোক্তা বায় আধপেটা খেয়ে ।
কেহ বা বসিয়া পাত চাটে মুখ চেয়ে ॥
এই সব ফলাহারের নাম অপকৃষ্ট ।
ইহাতে রক্ষিত হলে বলে রাধা কৃষ্ট ॥

ফলাহারী ব্রাহ্মণ উক্ত রূপ ফলাহারের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছে তাহা শুনিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে ফলারের কথায় আবার রাধাকৃষ্ট কি বলিছিলে, তাহাতে তিনি কহিলেন "কাঠ ভায়া ফলাহারের রকম ও যারি করেছিলেন, তাতেই শেষ রাধাকৃষ্ণ বলিতে হইল" তচ্ছ্রবণে কাঠ ঠাকুর [illegible] ভতো ফলাহার বর্ণনা করা হল, কিন্তু দূষিত ফলা[illegible] তত্ব জানিনা. তা একবার শুনলে অবাক হবে, থাকি[illegible] হাতে ফলাহারী ব্রাহ্মণ, কহিল, তবে তাই বলচিশুনি[illegible] টপ্পাটী বলিল তবে শোন ।

"অহরহ ফলার ন ত্যজেৎ; যদা একস্মিন দিবসে ফলার ধ্রুবঃ ভবেৎ তদা কিং কুর্যাৎ । কুত্র ভোজনং কৃত্বা কুত্র বা ছন্দ বন্ধনং; ভিৎ কর্বে, অপকর্মে চ; অপকর্মে ভোজনং কৃত্বা উৎকর্ষ বন্ধনং কুরুঃ। অত্র হেত মাহ। পরিবার স্বার্থীর শিরে ভোর নায়ঁচ, পরাহে জল যোগস্তাৎ অধিক মানয়েৎ যদি, সদলে বিদলে বাপি স্বদলে দিবা ভোক্তব্যঃ বিদলে গোপনে নিশা ॥

ফলারং প্রাপ্ত ছর্দ্দে যাশরীয়ে দয়াং কুরুং, ফলারং ছলেও লোকে শরীর অথ অগ্নি। তাবদে যদি ভোক্তব্যং যাব